নবঘনা

কবিতা

২য় খণ্ড

১৩৩৬

প্রাপ্তিস্থান
বরদা এজেন্সী
কলেজ মার্কেট

দাম ১৲

প্রকাশক—
বরদা এজেন্সী
কলেজ মার্কেট।

কলিকাতা ক্লিয়ার টাইপ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীহৃষিকেশ দে,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নবঘন

কাম মনোহর শ্যাম সুন্দর
নব নটবর নবঘন
নবীন নীরদ আঁকা মৃগমদ
তিলকাঞ্জন সুশোভন।
আহা কিবা চারু চিকণ কেশ
গলে বনমালা মোহনবেশ
চন্দনাগুরু চর্চ্চিত তনু
রাধা-হৃদয়-রঞ্জন।

চরণ কমল নখ সুবিমল
শত শত চাঁদ উদিছে তায়
পূজিত-ধূর্য্য কোটী-সূর্য্য
অঙ্গজ্যোতিতে মিলায়ে যায়
বাজে মৃদু-মধু-মুরলী রব
মূরছে নারদ শুক উদ্ধব
ধ্যান নিমগ্ন ধ্যানোৎসব
যোগীজন-হৃদি-মন্থন

পীতঅম্বর ভরা চন্দর

কিরণ নিকর ঝামেতে রাই

মন্দ মধুর হাস্য বিধুর

বিম্ব অধর মরিয়া যা ;।

পদ্মপলাশ আঁখির র

ত্রিভুবন মন মোহিছে তায়

কটাক্ষ যায় তীক্ষ্ণ শায়ক

গোপিনী চিত্ত আভরণ।

কিবা ত্রিভঙ্গ রস বিভঙ্গ

জিনি অনঙ্গ মোহন ঠাম

মদকল দল-দ্রুম উৎপল

কাননোচ্ছল কুসুমদাম।

শিরীষ মহুয়া তমাল তাল

ভ াঁ বনরাজি নিবিড় শাল

বকাল পিয়াল বেতসে-বিহরে

নিকুঞ্জে নবযৌবন॥

হে রাধাকান্ত পরমশান্ত
　　বেদবেদান্ত শেষ না পায়
ছন্দ অতীত লক্ষ্মী লসিত
প্রেমে পরাজিত স্বমহিমায়।
　　　　আবেশ অলস-প্রেম চঞ্চল
　　　　দোলে শিখীপাখা দোলে কুণ্ডল
　　　　হেলে দুলে চলে ব্রজ-মণ্ডল
　　　　　লীলা সবিলাস-নিমগন।

জলদ ভ্রান্তি শ্যামল কান্তি
　　নিখিল শান্তি দরশি তায়
মরিচী চন্দ্র ব্রহ্মা ইন্দ্র
　　কত উপেন্দ্র বন্দে পায়।
　　　　দয়ার সাগর দীনের বল
　　　　[illegible] আর্ত্তের অশ্রু-জল
　　　　পতিত-পাবন অধমের গতি
　　　　　শরণাগতের ওহে শরণ।

পূর্ণ-ব্রহ্ম আদি-আরম্ভ
দানব দম্ভ বিনাশন
বাণী বিলসিত ভৃগু লাঞ্ছিত
লক্ষী হৃদয় বিমোহন।
গীত উদ্গীত জলে থলে
ব্যোম ব্যোমে আর নভতলে
বংশী-বিহসি উলসি-বদন
উরগ-ছত্র-বিভূষণ।

মদির বিভল আঁখি ঢল ঢল
পরাণ উতল ভঙ্গিমা
প্রাণ বিয়াকুল্ প্রেম সমাকুল
অতুল মিলন রঙ্গিমা।
আহা মরি মরি উথলে হাস
থর থর তনু প্রেমোচ্ছ্বাস
সক্ত বেণুতে রক্ত অধর
হে রাধারমণ-নিকেতন
নব-নটবর-নবঘন।

বাণী।

শুভ্র দোপাটী কুন্দ টগর কুমুদকাশ
বিছায়ে দিয়েছে জ্ঞান নিরমল
আসন খানি ;
বোধন বাজায় স্বর্ণ লহর ধান্য রাশ
এসো বীণাপাণি মানস মোহিনী
এস গো বাণী !

পঞ্চমী নব বসন্ত আসে দিকে দিকে ওঠে
মধুর গান
ফুটে ওঠে তাই ধরণী ধূলায় কত না কবিতা
ছন্দ তান।

মেঘে মেঘে হাসে পরিমলে ভাসে মলয় ছড়ায়কবিতা ফুল,
কত না কাব্য কাহিনী কত সে ললিত কান্ত কোমলাকুল।

অজস্র নব-পুষ্প পুঞ্জে
কুহু কুহু রবে ভ্রমর গুঞ্জে
কতনা রচনা ফুটে নিকুঞ্জে,
গায় আগমনী ধন্য মানি।
স্রক্‌ চন্দনে, প্রেম বন্দনে
ধরা-নন্দনে এসো গো বাণী।

এসো সুন্দরী পরা-নন্দিতা চির-অনিন্দিতা,
এসো বর্ণনাতীতা, সুশোভনা চারু সুচর্চ্চিতা,
অয়ি দীপ্ত রাগিণী রস বিলাসিনী, শুচিস্মিতা
এসো জ্যোতি বিভাসিনী, হ্লাদিনী
এসো গো বাণী।

মন্ত্র।

তোমার মাঝারে তাঁর প্রথম আভাষ,
জেগেছিল বুকে।
তাঁর মাঝে কভু তুমি তোমামাঝে তিনি,
নিত্য সুখেদুখে।
তারপরে বিশ্ব-মাঝে বিশ্বনাথ রূপে,
হ'ল পুনঃ দেখা।
অণুতে মহতে জড়ে, বিরাটে-স্বরাটে,
বহুতে ও একা!

আমার যা কিছু ছিল দিয়েছি তোমায়,
আজি সেই সব।
তোমার পরাণ হ'তে ভরিল জগতে,
পাই অনুভব।
বিশ্ব প্রকৃতীর মাঝে আমার-অন্তর
তাই গাঁথা হায়?
তরু লতা ফুল পাতা ক'রেছে মন্তর
তাই কি আমায়?

শোভা

অপমান হ'ক্ না আমার
হীরার সিঁথীর ধুক্‌ধুকি,
হ'ক্ না সে মোর চেলাঞ্চলের
পাড়টী গুলাল্ টুক্‌টুক্‌ই,
কালোই যদি হয় সে তবে
হ'ক্ না আমার নীলাম্বরী,
অঙ্গ ভ'রে জড়িয়ে রবে
খুল্‌বে নীলে সল্‌মা জরী
হ'ক্ সে আমার রাতের গোলাপ
দিনের বেলার সূর্য্যমুখী,
অপমান হ'ক্ না আমার
হীরার সিঁথীর ধুক্‌ধুকি !

বিনা দামের গান

মূল্য আছে যার
এমন কোন ভূষণ এবার
প'রব না যে আর,
থাকুক শুধু আপনি ঝরা
শিউলি যূথির হার,
বিলিয়ে যাওয়া চাঁপার পরাগ
কেয়ার কেশর ভার,
এই দিয়ে আজ বাঁধ'বো বেণী
প'রবো খোঁপায় ফুল,
গলায় ঝরা বকুল মালা
ঝরা ফুলের দুল।

আপনি যে আজ বিলিয়ে যাবো
নয় কো এ গো দান,
আজকে যে এই খেয়াল খেলায়
বিনা দামের গান,
বিলিয়ে দেওয়া চাঁদের সুধা
আপনি বওয়া বায়,
ঐ যে উতল বেণুর বনে
বিলায় আপনায়,

তেমনি যে আজ আকুল এ প্রেম
বিনা দামের গান,
তোমার পায়ে অকারণেই
ক'রব অবসান !

রঙের মালা

সবার মনে মন মিলানো
রামধনুকের বিচিত্রতায়,
প্রাণ বিলানো !

শূন্য মনের অম্বরে
রং গোলা-চাই-সম্বরে,
সুনীল-হরিৎ পাটল-পীতে
হার দোলানো ।

আপন ভুলে মন ভোলানো
বেদন নীরে জীবন দিয়ে
গান খেলানো,
সবার মনে মন মিলানো ।

চিঠি

ঝড় বাতাসে উড়ে এলো
একটী বকুল ফুল,
নয় কো অনেক নয় কো রাশি
একটী বকুল ফুল,

কে দিলরে পাঠিয়ে তারে
কার চিঠি সে ? অন্ধকারে,
—কেমন ক'রে এই অপারে,
চিন্‌লে তাহার কূল
নয় কো অনেক নয় কো রাশি
একটী বকুল ফুল।

তখন সাঁঝের আকাশ প'রে
চিকুর ঘন মেঘের থরে,
সাপ-খেলিয়ে ঝিলিক্ ঝলে
ত্রস্ত তরুর কায়
উড়্‌ছে ধূলি শূন্য মাঠে
কেউ ছিল না নির্জন ঘাটে
পুষ্প বিহীন দেবদারু আর
অশথ বটের ছায়।

শন্ শন্ শন্ মর্ মর্ মর্
উঠ'লো বেগে বৈশাখী-ঝড়
বন্ধ দুয়ার রথের উপর
একটী বকুল ফুল,
পায়ের কাছে সত্যি ছিল
নয় কো চোখের ভুল।

নিলাম তুলে বুকের কাছে।
দেখ'নু তাতে লিখাই আছে
সখার হাতের সেই লেখাটী
নাই কো যাহার তুল
একটী বকুল ফুল সে যে গো
একটী বকুল ফুল।

সাধের সাধন

তোমার সুর আর আমার বাণী
মুক্তি দিল পরস্পরে,
এই তো শুধু জানি

সুরটী তোমার আমার কথায়
বাঁধন নিল সার্থকতায়
কথা আমার সুরের শিখায়
বাঁধন ছেড়ে-অসীম পানে
বাইল তরীখানি ।

আমি যে গো ফুলেরিদল
তুমি যে তার গন্ধ বিমল
দলের মাঝে সাধ ক'রে চাও
বাঁধতে-তুমি ঘর
দলগুলি চায় সুবাস-স্রোতে
বাঁধন খুলে মুক্ত হ'তে
তাই তো সাধের মুক্তি সাধন
ক'রল পরস্পর ।

সুরটী তোমার কথার মাঝে
প'ড়ল ধরা ব্যাকুল লাজে
কথা আমার উদাস সাজে
বৈরাগিণী মানি
তোমার সুর আর আমার বাণী !

মৃত্যু গভীর

তোমার ভালবাসা সে যে গো ফুল
উজল নিরমল নাহিক তুল
তোমার ভালবাসা মেঘের খেলা
নিত্য বিচিত্র রঙের মেলা
তোমার ভালবাসা সাগর গান
থামে না তাল তার সুরের বাণ
হে সখা প্রেম তব মরণপ্রায়
নিবীড় নিশ্চিত গভীরতায়।

আষাঢ়ে

আমায় তুমি ভাবছ এখন ঠিক্
নইলে কেন ঘরের মাঝেই হারাই অমি দিক !
এধার ঘুরি ওধার ঘুরি না হক শতবার
কাজ সারতে হায় গো আমি বাড়াই কাজের ভার
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একটু যেথায় নীল
ঐ খানেতে এ চোখ আমার দেখলে কিসের মিল ?

বাদল ঝরা এই সাঁঝেতে হোথায় যে যায় চোখ
চলতে পথে আঁচল বাধে অন্ধ বলে লোক
টীপ টীপ্ টীপ্ আষাঢ় ঘন সজল বাতাস বয়
বেল চামেলীর গন্ধ মৃদু তোমার কথাই কয়
বক্ষ যে হায় কাঁপছে দুরু চক্ষে আসে জল
দুধ ফেলেছি জল ভেবে আর জল ভেবেছি থল
কাপড় ছিঁড়ে বাসন ভেঙ্গে খাইযে কেবল গালি
খাঁচার শালিক উড়িয়ে দিয়ে দিয়েছি হাততালি
জল ভরা ঐ তরুর শাখায় কাজল মেঘের গায়ে
সিক্ত মাটীর পায়ের দাগে কদম গাছের ছায়ে
গভীর চিকুর তিমির ঘেরা দীর্ঘ সারা নিশি
ঝিলিক্ হানায় পথ চিনে আজ ফিরনু দিশিদিশি

তুমি আমায় ভাবছ এখন ঠিক্
নইলে কেন ঘরের মাঝে হারাই আমি দিক্ ?
হায় পূজারীর ফুলগুলি সব উজাড় করে সাজি
দেবদারুর ঐ পায়ের তলায় ছড়িয়ে দিলেম আজি
সবাই বলে অলক্ষুণে অমঙ্গলের কাজ
ঠাকুর পূজার ফুল কভু কেউ ছড়ায় পথের মাঝ ?
ঘন দুধের ক্ষীরের বাটী কখন কেবা জানে
বিড়াল এসে চুমুক দেছে আছাড় খেলেম সানে

ভীখারীদের দান করেছি রেঁধেছিলেম যাহা
বাড়ীর সবাই করবো উপোস হেসেছি তাই হা, হা,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ অঝোর ঝরে গুরুর গুরুর ডাকে
সিক্ত পবন কেয়ার কেশর ওড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে
মন যে আমার দেয়ার গানে ঘন নীরদ পানে
পাতায় পাতায় মেঘের কাঁপন কাঁপায় আমার প্রাণে
কামিনী ফুল কেবল আকুল ঝরতেছে ঝর্ ঝর্
ভর সয় না কিছুর যে তার কাঁপছে যে থর্ থর্
বাতায়নের একটু ফাঁকে শিরিষ বকুল চূড়া
সারা নীশীথ একলা দেখি হৃদয় ব্যথাতুরা !

শ্রাবণ

১

কি বলিব আমি কেমনে বুঝাব
শ্রাবণ কে হয় আমারি
মেঘ ভরা এই থম্থমে নভ
বারি ঝয়া এই যাহারি

বিজলী যাহার হাস্য মধুর
ছটা যার মণি নাগিনী বধূর
সঙ্গীত যার সিক্ত বাতাসে
কদম্ব কেয়া ছড়াল
মালতীর মালা মাথায়—চরণে
পারুল নুপূর পরাল !

চম্পকে যার চুম্বণ বাস
গুরু গর্জ্জনে প্রেমের প্রকাশ
উৎপলে যার কবিত্ব ভাব
এলো সুমধুর সে জন
সে যে গো উছল পাগল বাদল
সে যে গো আমার শ্রাবণ !

২

শ্রাবন এসে ফিরে গেছে
ঘরের কোণে উঁকি মেরে
সে যে দেয় নি সাড়া গানে গানে
চোখে চোখে প্রাণে প্রাণে
দেয়নি সাড়া বুকের মাঝে
বাহুর নিবীড় বাঁধন ঘেরে

যেন ভয়ে ভয়ে এসেছিল
নীরব ভালো বেসেছিল
ঝিলিক্ মেরে হেসেছিল
অনাদরে গেলো যেরে
তাই তো দেয়ার গুরু গুরু
কাঁপায় নি বুক হুরু হুরু
ওড়ায়নি কেশ ঝুরু ঝুরু
নবীন মেঘের পরশেরে !

শ্রাবণ আমার শিথিল চুলে
দেয় নি এবার নিখিল ফুলে
কেয়ার মাতাল গন্ধ তুলে
আসেনি সে বাতাস ভেরে !
এবার যে ভাই মৃদঙ্গ শাঁখ্
বাজায় নি সে হাজারো লাখ
কোথায় ভেরী ডমরু ডাক্
এবার করুণ গাইছে কেরে !

মোরা নবীন মেঘে বেঁধেছি এই কেশ
রামধনুকের রঙে রঙে রাঙিয়েছি এই বেশ

মোরা প্রজাপতি, মোরা কামধেনু
মোরা-ফুলের মালা, মোরা শ্যামবেণু
মোরা দুঃখসুখের পরপারে যেথায় মনের শেষ
মোরা মলয় বায়, মোরা কুহুতান
মোরা শ্যামল বন, মোরা কবির প্রাণ
চির বসন্তেরি নিলয় মোরা ভারত মহাদেশ !

কাঁটার ব্যথা

কাঁটার ব্যথা নিতেই হবে বুক পেতে
নইলে তোমায় বাজবে পায়ে পথ যেতে
চ'ল্‌ছ তুমি দিন দুপুরে
গহন ঘন বন-সুদূরে
পথের কাঁটা তুল্‌বো আমি দিন-রেতে
রক্ত ঝরে ঝরুক্ আমার
তুচ্ছ বুকে বিঁধুক্ হাজার
চল্‌বে পথে তাইতে দিলেম প্রাণ পেতে !

———

রচনা

কাহিনী কথিকা আর লিখিকাব্য কথা
গভীর বেদনা কত বিরহের ব্যথা
লিখি তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস ঝরে আঁখি জল
কত গাঢ় অনুভূতি বিচিত্র বিমল
চিরন্তন প্রণয়ের ত্যাগ সুমধুর
লিখি প্রিয় দয়িতের বারতা সুদূর ;

একাকিনী নিরজনে ভাবা আর খেলা
কল্পনার ফুলরথে কেটে যায় বেলা
আসন্ন বরষা ঘন মেঘে মেঘে ছাবা
দেখি চেয়ে বাতায়নে ঝরে বারি ধারা
গরজে অশনি গুরু বিদ্যুৎ খেলায়
তাল শাল সহকার তরুবিথীকায়।

দিগন্তে প্রসারি চোখ দেখি ব'সে একা
দু'নয়নে স্বপ্ন ভাসে স্বপনের দেখা
এই স্বপ্ন, এই লেখা, এই ব'সে থাকা
এই যে কল্পনা মায়া এই ছবি আঁকা
তোমরা সুধাও-শ্রান্তি আসে না কি তায়,
কেমনে বুঝাব ? সে কি মুখে বলা যায়,

যত গল্প যত গাথা যত কিছু গান
উদ্দাম আবেগ ভরা মান অভিমান
বিরহ ব্যাকুল শ্বাস, গাঢ় আলিঙ্গন
শেষ আঁখি জল আর প্রথম চুম্বন
সবের মাঝেতে আঁকি ছবি খানি কার ?
লিখিতে কি লাগে ভালো তাই অনিবার ?

শিশির

আমি যে শিশির কণা
নই কালো দীঘী নই নদী নীর
নহি হ্রদ্ ঝরণা !

নহি আমি পারাবার
নহিক স্ফটীক স্বচ্ছ উৎস
সুগন্ধি জলধার

আমি শুধু এককণা !
শুভ্র-উজল পূত-সুবিমল
অন্তর অর্চ্চনা ।

নিশির শিশির কণা
গোপন বেদন অশ্রুবিন্দু
চিত্তের মূর্চ্ছনা

নহি আমি ক্রন্দন
বিপুল অপার নয়ন আসার
দুঃখের-নন্দন

আমি যে অশ্রুকণা
অতি-অলক্ষ্যে অঞ্চলে মোছা
সুগোপন বন্দনা !

বিশ্বের আধার

একান্তে আমার বলি না পেনু তোমায়
তাই তো পেলাম তোমা-সকলের মাঝে
এ যে চিরন্তন পাওয়া চিরযুগান্তের
হেথা নাহি লাঞ্ছনা লাজে

দিবানিশি নাহি পাই দেখিতে তোমায়
রাখিতে আমার হিয়া তোমার হিয়ায়
তাই তো নেহারি শ্যাম তরু বিথীকায়
কভু নব জলদের সাজে

তাইতো তোমার রূপ হেরি নানারূপে
সাগরে গগনে মেঘে বনে চুপে চুপে
শিরীষে তমালে তালে বেতস নিচুলে
নব নীপে সহকারে রাজে

তব ভুজপাশ হ'তে ছিঁড়িয়া আমায়
বিশ্বের আধার বিধি গড়িল যে তায়
প্রতি অণু মাঝে তাই হেরি যে তোমায়।
আপনার হৃদয়ের মাঝে!

আসন

সব ভালবাসা মোর জড় ক'রে আজ
কর এক সাথ
সব খানে বাঁধা পড়া হিয়া তোমা পানে
টেনে নাও নাথ
সব রসে ভরা প্রাণ তব রসে ভরো
তুমি হও সব
খণ্ড খণ্ড এ জীবন অখণ্ড জীবনে
কর অভিনব
ক্ষণিকের সব সুখ ক্ষয়হীন সুখে
কর রূপান্তর
শত লক্ষ্য ভালো লাগা মিটাও একেতে
হে চির সুন্দর !
সব ভালো লাগা মোর জড় ক'রে হ'ক্
অপূর্ব্ব রচণ
তোমার বসার তরে পারিজাত আর
মন্দার আসন !

নিঃস্ব

নিজের মনই রইল না যার
নিজের কাছে
তার মত আর নিঃস্ব কোথা
বিশ্বে আছে ?
বিভবরতন যশের থালা
স্ফটিক প্রবাল মণির মালা
ছোঁয়না সে যে রইল চেয়ে
ফুলের গাছে

রইল যে তার তেমনি ভূষণ
রুক্ষ অলক ছিন্ন বসন
আঁখির ধারা গাল বেয়ে ঐ
করুণ মলিন শুষ্ক আনন

মনটি যাহার রইল না আর
আপনি হাতে
কেমনে সে চ'ল্‌বে পথে
একলা রাতে ?

তার মত দীন এই ভুবনে
উপায় বিহীন কোন সে জনে
সকল থেকেও সবই যে তার
ফুরাইয়াছে !

চাওয়ার দুঃখ

চাইলে তুমি দাও না আমায়
না চাইলে দাও উজাড় ক'রে
ভরিয়ে আমার সকল হৃদয়,
দাও যে আমার দু'হাত ভ'রে ।
রয় না যখন ফলেরি আশ
তখন ওঠে কুঁড়ির আভাষ
ফুল ঝ'রে হয় ফলের বিকাশ
অগুন্তি ফল ধরে ।

যেদিন আমি চাই না কিছুই
যেদিন থাকি সবার পিছুই,
সেদিন আমার দু'হাত ধ'রে
নাও যে সবার আগে ।

সেদিন থেকে ও ঘরেব মাঝে
আমার এ মন বিশ্বে বাজে,
সেদিন দেখি বিশ্ব জগৎ,
মনের মাঝে জাগে,

তাই গো চাওয়ার দুঃখ হ'তে
বাঁচাও সখা বাঁচাও মোরে
চাইলে তুমি দাও না আমায়,
না চাইলে দাও উজাড় ক'রে।

ভয়ভাঙ্গা

ভয়কে আমার সাম্‌নে দিয়ে
তুমি আমার ভয় ভাঙ্গালে,
দূর থেকে যা ভীষণ ছিল
আজকে তাহাই প্রাণ রাঙালে
ভয় ক'রে যায় চাইনি ফিরে
পালিয়ে গেছি সুদূর তীরে
সে ভয় যখন সত্য এলো
অভয় নিশান সেই টাঙ্গালে,
ভয়কে আমার সাম্‌নে দিয়ে,
তুমি আমার ভয় ভাঙ্গালে

কামনা

কুসুমের বুকে পরাগ যেমন
ফলেতে যেমন রস,
শিশুর মুখের সরলতা আর
সুজনে যেমন যশ,
ধরণীর বুকে তটিনী যেমন
স্ব স্বভাবে বহমান্
কৃপণের যথা সঞ্চিত-ধন
দাতার যেমন দান
নব পল্লবে রক্তিমা যথা
আপনা আপনি জোটে
তরুণ আননে প্রেম লাজারুণ
যেমন আপনি ফোটে,
মলয় সমীরে উন্মাদনা সে
চাঁদের যেমন সুধা
বদ্ধ জীবে সে মৃগ মরিচীকা
ভোগীর যেমন ক্ষুধা
ত্যাগীর যেমন বিবেক বিরাগ
পরমানুরাগ প্রাণে,
কবি সে যেমন আপন ভোলা গো
খেয়াল খেলার গানে

বিটপী যেমন ছায়া বিস্তারে
স্বভাব নিহিত গুণে,
কুসুমধন্বা শোভিত যেমন
মোহন পুষ্প তূণে,
উদারের বুকে পতিত যেমন
মহতের বুকে ক্ষমা
বীরের হৃদয়ে সাহস যেমন
নিত্য রয়েছে জমা
তেমনি আমার ক্ষুদ্র হিয়ায়
তোমার প্রেমের স্মৃতি
থাকে যেন নাথ চির উজ্জ্বল
অফুরাণ নিতি নিতি।

উচ্ছ্বাস

এই যে এত তারা ?
কোন তারাটি তোমার ঘরে
দিচ্ছে দে' যায় সাড়া ?

সেই তারাটী দেখবো আমি
নয়ন মেলে দীর্ঘ যামী
সেই দেখে মোর জাগা সফল
বিফল নিশি সারা!

এই যে তরুর মেলা
কোন সে তরু কুঞ্জে তোমার
নিত্য করে খেলা?
সে কি অশোক? সে কি বকুল?
শিরীষ সে কি? না আম নিচুল?
সেই তরুরে জড়িয়ে ধ'রে
যাপ্‌বো আমার বেলা!

এই যে এত ফুল
কার সুরভি পরাগ মাখা
তোমার চারু চুল?
যূঁই মালতী? চম্পা জহর?
পারুল? কেতক? না-নাগ কেশর?
নিত্য আমি সে ফুল তুলে
ক'রব কাণের দুল!

এই যে এত নারী
কোন তরুণী তোমার ঘরে
ঝরায় সোণার ঝারি ?
গৌরী সে কি ? তন্বী শ্যামা ?
স্বর্ণ না-শ্বেত কমল রামা ?
বিফল জনম ক'রব সফল
চরণ চুমি তারি।

ভোগে যোগে

প্রেম ও পূজা এক হ'য়ে যায়
প্রণাম আলিঙ্গনে
দেবতা-প্রিয়য় বিভেদ মিলায়
প্রণয় আরাধনে,
সাধনা ও মোহ আমার
মেঘের কোলে চাঁদের আকার
ভজন পূজন এক হ'য়ে যায়
গভীর আবেগ সনে

বিরহ মোর ধ্যানে ভরাই
ভোগের মাঝে যোগে হারাই
এক হ'য়ে যায় ভোগে যোগে
ধীর ও অধীর মনে
কাম ও অকাম মৌন মুখর
কুসুম যেমন কীটের আকর
স্বর্গ ভুবন এক হ'য়ে যায়
প্রেমের পরশনে,
বিরাগ ও রাগ পাশা-পাশি
জবার পাশে যুঁই-এর হাসি
মুক্তি বাঁধন এক হ'য়ে যায়
বোঝে প্রেমিক জনে

দুরন্ত আশা

মরণেতে পাই যদি চাহি না রাখিতে
শূন্য এ জীবন,
দুঃখ বেদনায় পেলে হবোনাক কভু
সুখে নিমগন
নিষ্করুণ কাঁটাবনে দেখা যদি মেলে
যাবো না যে আর
কুসুম কাননে বেল বকুলের বনে
মালঞ্চের ধার
বজ্রাঘাতে হে প্রাণেশ পাইলে তোমায়
সে তো মহাসুখ
দামিণী হানিলে নভে দু'হাত বাড়ায়ে
পেতে দিই বুক।

ব্যর্থের সরসতা

যে কাজ আমার বিফল হ'ল
ধ'রল না ফল যে ডালে
তোমার হাতের দোলায় তারা
ধন্য হ'ল অকালে
যে কাজ হ'ল শ্রম শুধু সার
ক্ষয় হীন চির সে শ্রম আমার
ব্যর্থ সে কাজ সফল হ'ল,
হৃদয় ও মন গলালে,
যাহা আমার রইল না হায়
তাহাই আছে,
তাহাই যে নাই যাহা আমার
রইল কাছে
পরাণ পণের প্রয়াষ যখন
ব্যর্থ হ'ল ঝ'রল নয়ন
ধন্য যে সেই চেষ্টা-যতন
বিফল তবু প্রাণ কাঁদালে
সেই তো পেলো তোমার পরশ
ধ'রল না ফল তাও রসালে।

সম্বন্ধ

তুমি নয়নের তারা আমি তায় দৃষ্টি
আমি ব্যথা তুমি তায় অশ্রুর বৃষ্টি
তুমি আলো আমি ছায়া তব চিরসাথী যে
তুমি শশধর আমি জ্যোছনার রাতি যে
তুমি ফুল্ল ফুলদল আমি তার গন্ধ
আমি ভাব তুমি তার ছন্দের বন্ধ
তুমি হও পরশন আমি তার অনুভব
তুমি পূজা অর্চ্চনা আমি তার উৎসব
তুমি যে অধরপুট আমি তার হাস্য
তুমি দেহ আমি তার ভঙ্গিমা-লাস্য
তুমি গ্রীবা আমি তার বঙ্কিম ভঙ্গী
তুমি মধুমাস আমি কাম চির সঙ্গী
তুমি পদ আমি তার সবিলাস নৃত্য
প্রিয় তুমি আমি তার বিমুগ্ধ চিত্ত
কটী তুমি আমি তায় দোদুল্য মাল্য
তুমি জ্ঞান আমি কাজ অবশ্য পাল্য
তুমি আঁখি পল্লব আমি তার কৃষ্ট
আমি ধ্যান তুমি ধ্যেয় জীবনের ইষ্ট
আমি মণি কঙ্কণ তুমি মণি বন্ধ
তুমি হিয়া আমি তায় ধুক্-ধুক্ স্পন্দ

পল্লীর পথ তুমি ভরা আম মুকুলে
আমি পথ চলা বউ সিক্ত সে দুকুলে
তুমি তার কক্ষের উদ্বেল ঘট সে
আমি জল চুম্বিত বক্ষের তট সে
তুমি আম কাঁঠালের ছায়া ঘেরা পথটী
আমি সেই পথ বাওয়া, রঙ্গের রথটী
কণ্ঠ যে তুমি, আমি বকুলের কণ্ঠী
বিরহী যে তুমি, আমি তার চোরা মনটী
লালিত্য আমি, তুমি লাবণ্য উচ্ছ্বাস
তুমি প্রাণ আমি তায় বহমান্ নিঃশ্বাস
এত ক'রে তবুও যে হ'ল নাক ব্যক্ত
তুমি মোর কে যে হও-বলা বড় শক্ত

শ্রেয়ের আহ্বান

রৌদ্র দীপ্ত তপ্ত এ পথ শুধু-উড়ে ধূলি উষ্ণ বায়
ঘন তরু হীন ধূ ধূ করে মাঠ নাই ঘাট বাট শীতল ছায়,
বহু দূরে ও গো সুদূরে এখনো যেথায় মিলিবে বটের ছায়া
অশথ আমের স্নিগ্ধ পরশ দীঘীর নিবিড় সরস মায়া
শ্রান্ত হ'য়ো না এখনি পান্থ! দেখো হে চক্রবালের পার
দিগন্ত যেথা মেশে অনন্তে ঐ কালো রেখা-সীমা না যার
যেতে হবে হোথা এসেছে আদেশ
বেজেছে ন্যায়ের শুভ্র শাঁখ্
ধ্বনিছে শ্রেয়ের তূর্য্য নিনাদ
এসেছে বীরের রুদ্র ডাক্
অগ্নিবর্ষী, ভানুর কিরণ দগ্ধ করুক্ দেহের ছাল
ধর আজি রূপ উগ্রচণ্ড! চলো যেথা ঐ চক্রবাল!

সূচি অভেদ্য অমার তিমির চলে না দৃষ্টি পথ না পাই
চিকুর আঁধার ধরা করে গ্রাস হানিছে অশণি আকাশ ছাই
হবে বিলম্ব ফুটীতে আলোক হেরিতে উষার অরুণ রাগ
কাটিতে ঝঞ্ঝা প্রলয়, স্বচ্ছ হইতে-উদয়-গগন-ভাগ

শ্রান্ত এখনি হ'য়ো না পান্থ ! ঐ ত্মাখো চেয়ে ঈশান কোণ
রোষ রুদ্দীপ্ত ভুজঙ্গ সম-গ্রাসিল জলদ-গগন বন
যেতে হবে হোথা এসেছে আদেশ
বেজেছে ন্যায়ের শুভ্র শাঁখ্
ধ্বনিছে শ্রেয়ের তূর্য্য নিনাদ
এসেছে বীরের রুদ্র ডাক্
আঁধার অচল হউক্ দৃষ্টি হানুক অশণি মৃত্যুকাল
হও আগুয়ান নির্ভীক্ বীর চলো যেথা ঐ চক্রবাল !

লুপ্ত হেথায় চরণ চিহ্ন স্তুপ্ত এ কার গুপ্ত-বাস ?
পথ নাহি পাই পরুষ কণ্ঠে করে উপহাস অট্টহাস
হ'য়ো না মুগ্ধ, লুব্ধ, ক্ষুব্ধা শুনিয়া কুটীল হাস্য ধার
নর্ম্ম তাদের লক্ষ্য অযুত মর্ম্ম তাহার বোঝা যে ভার
শ্রান্ত এখনি হ'য়ো না পান্থ ! ঐ ত্মাখো চেয়ে পাঁধার মূল
ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত, শোণিত লিপ্ত, হিংস্র ভয়াল জন্তুকুল !
যেতে হবে-হোথা এসেছে আদেশ
বেজেছে ন্যায়ের শুভ্র শাঁখ
ধ্বনিছে শ্রেয়ের তূর্য্য নিনাদ
এসেছে বীরের রুদ্র ডাক্
বধিতে না পারো হইবে বধ্য হবে বিদীর্ণ নগ্ন কপাল
ধর আজি রূপ উগ্র চণ্ড ! চলো যেথা ঐ চক্রবাল।

সুখ

যখন আমার জাগ্‌লো হরষ
অকারণে উঠলো প্রাণে আনন্দ রস
রবির আলোয় অলির নাচায়
পাখীর গানে
প্রভাত সাঁঝের যাওয়া আসায়
সুখ হয় প্রাণে
পাতার দোলন শাখার কাঁপন
গন্ধ আকুল
কি জানি এক কিসের সুখে
ক'রল ব্যাকুল
যখন আমায় ক'রল বিভোর অনিল পরশ
যখন আমার জাগলো হরর্ষ !
যখন আমায় জ্যোস্নারাতে
তমনিশায়
সুখের রঙে, দুখের রঙে
সমান হাসায়
চ'লতে পথে পায়ে পায়ে
হরষ ওঠে

মৌনতাতে গানের হাজার
কুসুম ফোটে
যখন আমায় ক'রল পাগল বিভোল মানস
যখন আমার জাগ্‌লো হরষ।

অপূর্ব্ব

যখন তোমায় দেখিনি হে নাথ
যখন তোমায় জানিনি
জেনেও যখন গর্ব্বে তোমায় মানিনি
তখনি হে হরি হৃদয় সঁপেছি চরণে
শুধু ভুল ক'রে তোমায় না দিয়ে
দিয়েছি এ জনে সে জনে

এ জনে সে জনে এখানে সেখানে
হেথায় হোথায়
কর্ম্মে নর্ম্মে রূপে ও বর্ণে
লালসা মায়ায়
হৃদয় সঁপেছি যাহাতে
আজ চেয়ে দেখি সে সব তুমি যে
তুলিয়া ল'য়েছ দু'হাতে

হে প্রিয় তোমার সুধাময় বাণী শুনিবার আগে শ্রবণে
শুনেছি সে বাণী মনে মনে আর শুনেছি নিখিল ভুবনে
যখন তোমায় চিনিনি বন্ধু তখনি যে ভালো বেসেছি
চক্ষে তোমায় দেখার আগে যে কাছেতে তোমার এসেছি
আলাপের আগে দুজনে যে মোরা গৎ এর বাজ্‌না বাজানু
চাঁদ না উঠিতে চাঁদ্‌নী এলো যে দেহ না মিলিতে সাজানু
যখন তোমায় চিনেও দর্পে মানিতে চাহিনি কিছুতে
তখন তুমি যে বোঝাতে আমায় নেমে এলে নিজে নীচুতে

ওগো ক্ষমাময় ক্ষম বাচালতা
"আমি" তে মত্তা ছিনু উদ্ধতা
ওগো প্রিয়তম আজি সেই আমি
মিশিয়া গিয়াছে তোমাতে
দারুণ অহং মিশেছে তোমার
অগাধ অতুল প্রেমাতে!
সাগরে যে মোরে মিশিতেই হবে
কে জানিত প্রভু আগে তা?
শিখর হইতে শিখরে ছুটেছি
স্মরিলে যে ব্যথা লাগে তা?
কত না উৎস হ্রদেতে
তটিনী তড়াগে নদেতে
খাল বিল আর দীঘি সরসীতে
মান অভিমান মদেতে!

তুমি শুধু নাথ মৃদু মধু হেসে ব'সেছিলে আমা লাগিয়া
ক্ষণেকের তরে হওনি শ্রান্ত আমা তরে নিশি জাগিয়া
আমি ও কেঁদেছি আমিও জেগেছি কত না বিরহ গাহিয়া
শুধু বুঝি নাই কারে চাই আর কারে নাহি চাই চাহিয়া
বাহিরের সাজে গর্ব্বের লাজে চিনেও তোমারে মানিনি
ভালোবেসে মনে জোর ক'রে মুখে সে কথা কিছুতে
আনিনি

দম্ভ আমার দর্প আমার গর্ব্ব আমার ঘুচালে
তোমার অশেষ ভালবাসা ঢেলে
তিলে তিলে সব মুছালে
না বুঝে কেবল তোমার জিনিষ
আন্ খানে দিনু ছড়ায়ে
মধুর হাসিয়া তুমি যে সে সব
আপনি নিয়েছ কুড়ায়ে !

পুতুল খেলায় "বর" ব'লে শ্যাম আদর তোমায় ক'রেছি
প্রথম জীবনে নিঠুর আঘাতে তোমারি চরণে ঝ'রেছি
জানার আগে যে মিলন হ'য়েছে ঝড় না উঠিতে ডুবেছি
উষার আগে যে সূর্য্য হেরিনু বোঝার আগে যে ভেবেছি
মদির না পিয়ে নেশায় মেতেছি দুঃখ না পেয়ে কাঁদিনু
কুঁড়ি না ফুটাতে ফল যে ধরেছে বন্দী মেলেনি বাঁধিনু

মানের আগে যে সেধেছ আমায়
সুখের আগে যে হাসালে
ফুল না তুলিতে মালা যে গেঁথেছি
তরী না মিলিতে ভাসালে
বনে বনে আর মনে মনে মোরা
দুজনার কথা শুনিনু
তার না ছুঁইতে বীণা যে বাজিল
তারা না ফুটিতে গুনিনু
অতীত আগত অনাগত হরি
তোমার প্রেমেতে ছাওয়া যে
জনমের আগে মরণের পরে
তোমাপানে তরী বাওয়া যে।

বসন্ত

বসন্ত আজো যায়নি
নাই ভালো বাসো তাই ব'লে মন
এখনো তো লয় পায়নি
দেয়নি কি সাড়া অন্তরে তোর
আলি গুণ্ গুণ্ মধুপ বিভোর
দখিণ্ বাতাস তোর পানে সই
এবার কি ফিরে চায়নি •

নিয়ে আয় বীণা বেঁধে নেনা গান
সেধে নে লা স্থর অধীর পরাণ,
ঐ শোন্ আজো পাপিয়ার তান,
থামেনি এখনো থামেনি।
তোল্ সখি তোল্ যূঁথি জাতি বেল
অশোক বিথীর অঞ্চল চেল
বকুল বনের প্রাণ উদ্বেল,
চন্দ্র এখনো নামেনি।
মরকত বেদী-নীলার আসন
প্রবাল খচিত ফোয়ারা ঝরণ,
হীরক গ্রথিত স্তম্ভ তোরণ
ফুল দিয়ে হবে ঢাক্‌তে।
বিহার বিপিনে কমল শয়ন
শিরীষ পুষ্প করিয়া চয়ন,
ছেয়ে দে লো যেন পারে প্রিয়জন
মনোরম তনু রাখ্‌তে।
এখনো যে সখি হয়নি রচণ
মদির বিভল আঁখি শরাসণ,
আনো মৃগমদ আনো অঞ্জন
চন্দন চারু আল্‌তা।
আনো মন্দুরা আনো মৃদঙ্গ
ছন্দ মেখলা নব বিভঙ্গ,

জাননা ভৃঙ্গ হারাবে রঙ্গ

বসন্ত শেষ কাল্ তা ?

কিঙ্কিণী আর কঙ্কণ করে

লীলা কমলক দোলা দুল ভরে

ধ'রে রাখ তাল নয়নে অধরে

দিঠিতে মোহন কায়রে

কুসুম দোলায় মলয় অনিল

চুমিবে কপোল হাসিবে নিখিল

নয়নে নয়নে হবে শুভ মিল

চ্যুত নিকুঞ্জ ছায়রে !

এখনো কোকিল থামায়নি গান

রসাল পিয়ালে সুধার উজান,

সুরভি মদির অলি করে পান

এখনো বিদায় গায়নি।

বসন্ত আজো যায়নি !

গৌরব

দীনের কুটীর আধখানি চাল তাও উড়ে গেছে ঝড়ে
ভূমে এক কোণে ছিন্ন বসনে কোনোমতে প্রাণ ধরে,
স্বপন দেখে সে যেন সে রাজাধিরাজ
কত হীরা মণি রতণ খচিত সাজ।
টুটীলে স্বপন ভাবে সেই জন "স্বপন! মোহন বেশে
মিথ্যা যদিও তবুও ইচ্ছা নিমেষে পূরাল এসে"

হে প্রভু তোমার দরশন কভু পাই বা না পাই ধ্যানে
দেখার বাসনা থাকে যেন মোর শয়নে স্বপনে জ্ঞানে,
ভেঙ্গো না স্বপন ফলের আশা না করি
ফুল নাই ফোটে মুকুলেই যদি ঝরি,
ক্ষতি কিবা তায় দেখার বাসনা বুকে থাক্ সুনীরব
ইচ্ছা দিয়েছ এই তব দয়া এই মোর গৌরব

বিহ্বল

কি জানি কেমন ক'রে
মন ভুলালে
যখন ঐ আকাশ আলো
আমার চোখে
চোখ বুলালে
কি জানি কেমন ক'রে এ মন ভোলে
যখন ঐ গাছের পাতায় শিশির দোলে
কি যেন কিসের স্বপন
চোখ ঢুলালে
কি জানি কেমন ক'রে মন ভুলালে!

অপগুণ

যেদিন আমি তোমার কাছে
চেয়েছিলেম কাজ
ভাবি নাই তো সেদিন প্রভু
এমন হবে আজ
তোমার কাজে তোমায় আমি
কাছেই পাব দিবস যামী
সেই লোভেতে প'রেছিলাম
তোমার দাসীর সাজ।

আজকে দেখি কাজের জালে
জড়িয়ে গেছি নিজে
ব্যাকুল হ'য়ে ছাড়াতে যাই
নয়ন জলে ভিজে
তোমার বসন উত্তরীয়
মালা তোমার রমণীয়
কিছুই খুঁজে পাই না প্রিয়
হায়গো এ কি লাজ
জান্ তো কেবা স্নিগ্ধ মেঘে
লুকিয়ে ভীষণ বাজ!

বাজনা

বেদনার রঙ দিয়ে আল্তা পরাব পায়
মোহ শ্যামলিমা দিব আঁখির পাতায়
বিফল আশার ভারে
গাঁথি বনফুল হারে
গলায় পরায়ে দিব হে প্রিয় গলায়
উচ্ছ্বাস আবেগ মাখা
বিচিত্র বরণ পাখা
করি দিব শিখিচূড়া চাঁচর মাথায়
সব আকুলতা দিয়ে
ঘুঙুর গড়িব নিয়ে
নূপুর বাজিবে পায় ছন্দ দোলায়
আমার এ হিয়া খানি
নিও তুমি বাঁশী মানি
বাজায়ো যখন প্রাণ যা বাজতে চায়

চেনা

তোমার মাঝে আমায় আমি চিন্‌বো
আমায় দিয়ে তোমায় আমি কিন্‌বো
তোমার হাতের সৃষ্টি মাঝে
তোমার প্রাণের স্পন্দ বাজে
তাতেই আমি আমার এ প্রাণে বুঝ্‌বো
ভুবন জোড়া দৃষ্টি তোমার
তাতেই দেখা দেখবো আমার
তোমার চোখেই তোমায় আমি খুঁজ্‌বো
তোমার রচা বাঁধন দিয়ে
বাঁধবো তোমায় বক্ষে নিয়ে
তোমার প্রেমেই তোমায় আমি জিন্‌বো
তোমার মাঝে আমায় আমি চিন্‌বো।

কাঁটার ফুল

তুমি আমায় কাঁটার ব্যথায়
ঘিরলে আগে
তার পরেতো গড়লে সেথায় ফুল
পঙ্কে আবাস তৈরী ক'রে
সেই পুরীতে
রচ্‌লে কমল শোভার নাহি তুল !

এই বেদনার গরল রসে
ভ'রলে জীবন
তারপরেতে বইলে সুধার ধার
অপমানের অসীমেতে
উঠ্‌লো ফুটে
যশের রাকা আহা ! শোভার সার

দুঃখ দহন নিপীড়নে
উঠ্‌লো জ্বল্‌ন্‌
দীপ্ত আগুন সারা হৃদয়ময়
সেই আহুতির হোমের টীকা
হ'ল ভূষণ
বিভায় তাহার লিখ্‌লে তোমার জয়

তুমি আমায় সকল আশায়
হতাশ ক'রে
সে সাধ আশা ক'রলে সখা ছাই
তারপরেতে ক'রলে সে ছাই
বিভূতি যে
তারেই নিয়ে এ বুক জুড়াই তাই

সকাম কাজের মোহন মায়া
ঘির্‌লো যখন
বিফলতার নিবিড় মেঘের ঘটা
তারপরেতে আনলে চির
হরষ তপন
অকাম মনের উজল কিরণ ছটা।

কেয়ার বনে নাগের মেলা
জুগিয়ে আগে
রচ্‌লে তুমি প্রাণ মাতানো ফুল
ডুবিয়ে জলে ক'রলে খেলা
গভীর রাগে
মিলালে যে তারপরেতে কূল !

জীবন পথে

স্মৃতির বোঝা বহিয়া
চলিতে হবে সুদূর পথে
বিরহ গান গাহিয়া
চরণ যদি না চলে
আশা সে যদি না ফলে
গহন ঘন বিজন বনে
স্মৃতির পানে চাহিয়া
চলিতে হবে সুদূর দূরে
জীবন পথ বাহিয়া।

হ'য়তো উঠে ঝড়
বন ও বনান্তর
উঠিবে কেঁপে, কাঁপিবে গুরু
সুঘন নীলাম্বর
হয়তো তেমনি রাতে
ভীষণ নিশিত ঘাতে
স্মৃতির বোঝা আঁকড়ি বুকে
মরিব পথের পর !

হয়তো বকুল পুঞ্জে
নয়তো বাতাবী কুঞ্জে
না হয় বিজন বেতস বিতানে
না হয় নিমের তল
রইব চির ঘুমে
ভোরের আলো চুমে
কৃষাণ এসে এ মুখ চেয়ে
ফেল্‌বে চোখের জল

নদীর কূলে হাটে
তমাল কদম বাটে
কইবে যখন হাজার লোকে
আমার মরণ কথা
তখন তুমি এসে
দেখ্‌বে না কি শেষে
প্রেম কি তখন বুঝবেনা মোর
বাজ্‌বে না কি ব্যথা ?

তখন রবির ছটা
ক'রবে মৃতের ঘটা
অবাক্ হ'য়ে কৃষাণী রবে চাহিয়া
কেবলি আজি স্মৃতির বোঝা বহিয়া
চলিতে হবে সুদূর দূরে
মরণ গান গাহিয়া

প্রার্থনা

যে মনোহরণ বরণ ক'রেছি
ধরিতে দাও তা-ধারণা।
যে অশেষ কাজ সাধিয়া ল'য়েছি
সাধিতে তা দাও সাধনা।
যে ধরম নিণু মাথায় করিয়া
রাখিতে তা দাও শকতি
যে পূজা ল'য়েছি সকল খুঁজিয়া
পূজিতে তা দাও ভকতি
যে ত্যাগ বরিনু আপনার হাতে
পারি যেন তাহা যাপিতে
ধ'রে রেখো মোরে যদি পড়ি ট'লে
যদি দেখো কভু কাঁপিতে !

১৯২৩ হইতে ১৯২৮ ডিসেম্বর।

বিচিত্র

বিচিত্র

আপনার মুখে আজ তোমার বয়ান
হেরিনু সহসা
শিহরি চমকে
পরাণের প্রতি অণু ভরিল উদ্দাম
উচ্ছ্বাস পুলকে

এ কি হেরি কার মুখ? আমার না তাঁর?
মুকুর করে কি আজ ছল অনিবার?
সেই মুখ সেই চোখ তেমনি চাহনি
সেই তো করুণা মাখা অধর তেমনি
আপনারে আপনি কি করিব প্রণাম?
কেমনে গৌর হ'ল রঙ তাঁর শ্যাম?
চোখ মুছি ফের দেখি যদি ভ্রম হয়
কই ভ্রম? সেই মুখ—এতো ভুল নয়
বিচিত্র আয়না ওগো কি কলা কুশল
আমার এ মুখে দেখি সে মুখ কেবল!

লজ্জিতা

তুমি আমায় লজ্জা দিলে
আমি তোমায় ভুলেছিলেম
তুমি আমায় ডেকে নিলে !
ব'লেছিলেম তোমায় আমি
তেমন ভালো বাসিনা গো
তোমায় আমি বুঝি না তাই
তোমার কাছে আসিনা গো
শুনে তুমি হেসেছিলে
তুমি আমায় লজ্জা দিলে।

চুপি চুপি কখন এলে
বাঁধলে আমায় দু'হাত মেলে
অভিমানের রাঙা আমার
ডুবিয়ে নিলে তোমার নীলে
ব'ল্লে মোরে ভালোবাসো
মনে মনে নিত্য আসো
লজ্জা দিয়ে ডুবিয়ে নিলে
তোমার মাঝে তিলে তিলে
তুমি আমায় লজ্জা দিলে।

গাঁয়ের ছবি

দেখ্‌তে না পাই তবুও মনে জাগ্‌ছে সকলক্ষণ
পেরিয়ে আমার এ ঘর এ ক্ষেত ছাড়িয়ে পলাশ বন
আম বাগানের ডাইনে দিকে তালপুকুরের বাঁয়ে
শিরীষ শালের ছাউনি দেওয়া শোভন কুসুম গাঁয়ে
ঘরটী তোমার ফুল বিছানায় বেল বকুলের বুকে
এক দেশেতে আছি ছু'জন এ মন ভরে স্থখে
তোমায় আমায় হয়নি দেখা বোধ হয় বছর ছুই
তা হ'ক্‌—থাকে আমার ডালায় তোমার গোলাপ যূঁই।

একই পথে চ'ল্‌ছে মোদের নিত্য যাওয়া আসা
এক নদীতে নাইতে নামি এক মাটীতে বাসা
না হ'ক্‌ দেখা তবুও পরো কি রঙ চাদর খানি
কোন কুসুমের কেশর ভরা তাও যে আমি জানি
আমার শয়ন শিয়র হ'তে খেজুর গাছের ফাঁকে
দেখি তোমার ঘরের প্রদীপ ঘুম হারা এই আঁখে
মনের কথা চোখের দেখা হয়নি বহুকাল
না হ'ক্‌ ছুঁয়ে ফুল তোলা যে একই গাছের ডাল

তোমার আমার মধ্যে আছে বিধান মানার বেড়া
তা হ'ক্‌ তোমার আঙ্গণ্‌ আমার মনের প্রাচিল ঘেরা

তোমার রসাল আগে ছুঁয়ে ভোর যে হেথা থামে
ছুলিয়ে তোমার পিয়াল শাখা সন্ধ্যা হেথা নামে
আগে তোমার বিছ্না লুটে জ্যোছ্না হেথা ভরে
বাদল তোমার চরণ ধুয়ে ছাঁট্ দিয়ে যায় ঘরে
আচম্কা এই চম্‌কে ওঠা একই ভাবের ঘোরে
তোমার বুকের ধুক্‌ধুকুনি বাঁচায় হেথা মোরে

যদিও তোমায় এড়িয়ে চলি নিত্য থাকি স'রে
তবুও তোমার চাউনি সখা আছে আমায় ভ'রে
তোমার গাছের নেবু ফুলের মিষ্টি মধু যত
মধুপ এনে ক'রছে জড় হেথায় অবিরত
জাম্‌গাছে মোর তাই দিয়ে যে গড়ছে তারা চাক্
তোমার ফুলের চুমায় ভরা মধ্‌মাছির লাখ্
তোমায় আমায় হয়নি দেখা বোধ হয় বছর দুই
তা হ'ক মোরা এক দেউলে নিত্য মাথা নুই

তুমি যখন গাইতে ব'স ফুলন্ নিমের ছায়
কাণ পেতে তা শোনে শ্যামা দোয়েল পাপিয়ায়
গানটী শিখে উড়ে আসে আমার কানন কোণে
আকন্দেরই বেড়া দেওয়া ধূতরো আতস বনে
যেখানটীতে বসি আমি আঁধার ঝোপের আড়ে
তোমার গাওয়া গানটী আমায় শোনায় বারে বারে

না হ'ক দেখা এক স্বপনে চম্‌কে উঠি মোরা
এক জননী জন্ম ভূমির কোল করেছি জোড়া

শ্যাম্‌লী আমার আদর পেয়ে হেথায় আসে ছুটে
মাণ্‌কে বাছুর ছুবেবা আমার খায়গো খুঁটে খুঁটে
যেদিন সাঁঝে একলা ফিরি ঘন বাঁশের বনে
গা ছম্‌ ছম্‌ করে যখন তোমায় ভাবি মনে
ঝড় মাতনে বাজ পতনে যখন কাঁপে বুক
চক্ষু বুজে তখন আমি ভাবি তোমার মুখ
কে জানে বা কেমন ক'রে অম্‌নি মেলে সাড়া
প্রণাম ওগো দেবতা আমার আমার ধ্রুবতারা !

তোমার পূজোর ধূপ অগুরু হেথায় আসে উড়ে
তোমার বকুল মোদের ঝিলে পড়ছে ঝুরে ঝুরে
তোমার পূজোর ফুলগুলি সব ঢেউতে আসে ভেসে
আমি সে ফুল নিত্য তুলে জড়িয়ে রাখি কেশে
তোমার ধ্যানের নিঝুম গাহন অর্ঘ্য আমার ভরে
নিত্য পূজোর অঞ্জলী মোর তোমার তপে ঝরে
তোমায় আমায় হয়নি দেখা বোধ হয় বছর দুই
তা হক্‌ থাকে আমার ডালায় তোমার গোলাপ যুঁই ।

গাছ্ ও ঝরণা

(গাছ)

ঝর্ণা ও ভাই ঝর্ণা গো
কোথায় থেকে আস্ছো কোথায়
পাত্লে ও ঘর কর্ণা গো ?
তুহিন্ গলা শুভ্র ফেনায়
গড়িয়ে চলো হীরের হার
শ্যামল গিরির কণ্ঠে তাহা
মানায় আহা চমৎকার !
আমায় তুমি একটু ছোঁয়ায়
দুলিয়ে দিয়ে পালাও যে
তা হবেনা দোলাও যদি
নিতেও হবে মালাও যে
কিসের এত তাড়া তোমার
চাওনা ফিরে একবারও ?
দাওনা জবাব এক কথারও
নাই কি কিছু বলবারও ?

(ঝর্ণা)

আছে আছে বলার আছে
শোনো অচিন্ ফুলের গাছ
কিন্তু আমার সময় যে নাই
তাই এ ত্বরা গতির নাচ

সাধ তো ছিল মণির হারে
সাজিয়ে দেবো তোমার ফুল
হায় সখি মোর সময় কোথা ?
হায় মেলে না আমার কূল !
এই দ্যাখোনা আস্ছে ধেয়ে
শিখর হ'তে উছাস্ ঢেউ
সবতো আমায় সইতে হবে
বইতে যে আর নাইকো কেউ
সদাই ভাবি একটু থামি
আর পারি না চ'ল্‌তে যে
হয় না থামা জোরেই নামি
পাইনা কথা ব'ল্‌তে যে
তুমিতো সই থেমেই আছ
চলার ব্যথা বুঝবে কি ?
আমি যখন রইব না আর
তখন আমায় খুঁজ্‌বে কি ?
(গাছ)
খুঁজ্‌বো তোমায় খুঁজ্‌বো সখা
খোঁজাই আমার কর্ম্ম যে
আমার মাঝে কতই ব্যথা
বুঝ্‌লে না তার মর্ম্ম যে

যাওয়ার বেগে যায় যে সবাই

একলা থাকি দাঁড়িয়ে গো

কেউ দিয়ে যায় করুণ পরশ

কেউ চ'লে যায় মাড়িয়ে গো

এবার আমি উঠ্‌নু বেড়ে

এই পাথরের মাঝখানে

পাহাড় খাদের গা বেয়ে এই

তোমার পাশে কোন টানে ?

ডালপালা মোর প'ড়ছে নুয়ে

তোমার পায়ের শুভ্রতায়

হেলিয়ে পড়া এই দেহখান্

কাঁপ্‌ছে তোমার পরশ বায়

(ঝর্‌ণা)

দারুণ বিধি মিলায় মোদের

বুঝি না তার এ ছল যে

হায় আমি যে নিত্য চলি

তুমি সদাই অচল যে

(গাছ)

দাঁড়াও তবে একটু খানি

মুখের পানে চাওনা হে

আমার ফুলের দু'একটী দল
চিহ্ন ভেবে নাওনা হে
একটু না হয় বিলম্ হবে
এক পলকের বইতো না
পথ বেশী নয় এই তো নদী
দূর বেশী কই এই তো না !

(ঝর্ণা)

না, না, না, না এক লহমা
সময় আমার নাইকো আর
সরাও তোমার ডাল পালা আর
স্তবক স্তবক ফুলের ভার
ভাব্ছ তুমি কাছেই নদী
তা নয় সখী অনেক দূর
নদীর পারে ঐ মহানদ
তারপরে ফের সাগরপুর ।

(গাছ)

থামো থামো একটু থামো
ভালো না হয় বেসোই না

(ঝর্ণা)

না না, না, না, তুমিই নামো
আস্বে যদি এসোই না

(গাছ)

হায় আমি যে অচল সখা
পারলে তবে নাম্‌বো তো ?

(ঝরণা)

সখী ! আমি সদাই চলি
পারলে তবে থাম্‌বো তো ।

ভোরের দীপ

নিভিল সকল তারা
পূবের আকাশ রাঙা হয়ে এলো
পাখীরা দিয়েছে সাড়া
গৃহকোণে দীপ লজ্জায় ম্লান
নিভিয়া কখন হবে অবসান
মনে ভেবে চায় করুণ নয়ান
যেন দীন হীন পারা
ভোরের শুভ্র আলোক পরশে
সরমে হ'ল সে সারা !

আপন দৈন্য করিতে গোপন
মরিয়া সে চায় রাখিতে জীবন
প্রভাহীন ক্ষীণ মলিন আনন
থর থর কাঁপে শিখা
নির্ম্মল নব উষার আলোক
তরুলতা তৃণে শিহরে পুলক
স্রষ্টার নামে দ্যুলোক ভূলোক
গাহে জয় গান লিখা

দীপ ভাবে মনে এত আমি হীন
অহমিকা ভরে গর্ব্ব নিলীন
আমার শকতি আমাতে বিলীন
গংমোহমদে হারা
ফুৎকারে মোরে নিভাও ত্বরায়
গৃহবাসী আপনারা।

স্বপ্রকাশ

গোপনে বুকের মাঝে
যা রহিল ঢাকা
যা সমুখে ভয়ে লাজে
হ'ল নাক রাখা
সেই সুগোপন ব্যথা হ'ল ক্ষয় হীন
হ'ল যে তা নিখিলের
বেদনায় রাঙা
অনন্ত বিশ্বের যেন
দুঃখ বুক ভাঙ্গা
অখিল ক্রন্দনে তাই রোদন বিলীন

সীমায় এ ভালবাসা
বাঁধা যে যায় না
আপনা ভুলিতে সেথা
পথ যে পায় না
তাই সে যে বিশ্বে ফোটে, হয়নি যা বলা
দেখি তাই সুশোভন
রেখা ছন্দ গীতে
বিচিত্র বরণে রূপে
ভাষায় ছবিতে—
স্বপ্রকাশ ; নিজ মহিমায় অচঞ্চলা।

অবুঝ

বুঝতে নারি কথার মানে পুঁথির মানে অত
কিসের থেকে কি ফল আনে নজির শত শত
কেমন ক'রে সূর্য্য ঘুরে ভুবন তারা চলে
কে ছিল রাজ কোন সে পুরে কেইবা নিল বলে
কেবল বুঝি সূর্য্য তারা ধরার হাসিখানি
তাদের চাওয়ার ভঙ্গিটুকু তাদের নীরব বাণী

কেন যে আর কিসের টানে বৃষ্টি ধারা ঝরে
কেমন ক'রে তড়িৎ হানে জলদ আকাশ ভরে
কোথায় কত সিন্ধু নদী নাইকো জানা বোঝা
কোথায় কি দ্বীপ "কেনই" "যদি"কেইবা কাহার প্রজা
সিন্ধু নদী উপত্যকা দেশ বিদেশের গায়
আছে তাহার পায়ের চেনা কায়ের নীলীমায়

কেন যে ঐ গাছটী বাড়ে ফুলটি ওঠে ফুটে
হায় জানি না কিসের ভারে আবার পড়ে টুটে
কেবল জানি তাদের বুকের অলেখ্ ইতিহাস
গভীর রাতে নিজন প্রাতে শোনায় বারোমাস
কেবল বোঝা আছে আমার তাদের কথাগুলি
আমার সাথে নিত্য তাদের হয় যে কোলাকুলি

কোথায় কিসের যুদ্ধ হ'ল কোন্ সে তারিখ্ সনে
তা জানিনা কেবল জানি তাদের মনে মনে
হারা বীরের, জেতা বীরের, মরা বীরের প্রাণ
বাঁচা বীরের, অচিন্ বীরের মর্ম্মে ফেরা গান
বাজে আমার বুকের মাঝে বাজে খেলায় কাজে
সবার ঘৃণার পাত্র ভীরু, সেও যে মনে বাজে

ঢেউ খেলিয়ে মেঘের কোলে এই যে গিরিরাজি
কখন কাঁপে কখন দোলে জানিনা তাও আজি
কোথায় যে শেষ কোথায় সুরু কত যে তার মাপ
জানিনা তার অঙ্ক নিবেশ জানিনা উত্তাপ
কেবল জানি তাদের খেলা খেলে প্রভাত রাতে
বেড়িয়ে বেড়াই তাদের সাথে জড়িয়ে হাতে হাতে

কোথায় আছে কত যে ধাম জানিনে তার নাম
কোথায় মেলে রতন মণি জানিনা তার দাম
কোন গাছটী কি নাম ধরে, কোন নামটী ঠিক্
কোনটী পচিম্, কোনটী বা পূব্, কোনটী দখিণ্ দিক্
বুঝিনা তাও কেবল বুঝি তাদের অনুভব
তাদের হাসা তাদের কাঁদা তাদের কলরব

কোন দিকেতে উজান বহে কোন দিকেতে ভাঁটা
কেমন ক'রে ক্ষণ প্রভা ঘরের আলোয় আঁটা
কেমন ক'রে পাগল প্রপাত উৎস নিঝর বাঁধি
তৈরী হ'ল রথের গতি শক্তি বেগের আদি
না জানি তা কেবল জানি নিজন নদীর পটে
আছে তোমার প্রাণের আবেগ উথ্‌লে পড়ে তটে

হায় জানিনা কেমন ক'রে নতুন পাতার লাল
হরেক রঙের সুবেশ ধরে প্রজাপতির পাল
বাতাস উদাস কেমন ক'রে প'ড়ল কলের ফাঁদে
না জানি সে কেমন কথা কইল আখর ছাঁদে
কিন্তু জানি এ চুল আঁচল উড়িয়ে ইসারায়
বাতাস আমায় যে সব কথা নিত্য ক'য়ে যায়

কেমন ক'রে জন্মে পাহাড় কেমন ক'রে নদী
কেমন ক'রে দিন রাত্তির হ'চ্ছে নিরবধি
এ সব আমি জানিনা হায় কেবল জানি তারা
তাদের যত মনের কথা শোনায় প্রিয়র পারা
দুঃখ সুখের সব কাহিনী সকল কাঁদা হাসা
জানায় তাদের প্রেমবাহিনী লতায় পাতায় ভাসা !

কাছের বাধা

কাছে যাবার সহজ পথে
কাঁটার বেড়া
না জানি সে কতই সুদূর
যে পথ ঘেরা
দূরের পথে শিরীষ মুকুল
দোলন চাঁপা
বিছায় ছায়া আম্র নিচুল
অনিল কাঁপা
কাছের পথে কেবল কাঁটা
কেবল দুখ্
বেদনাময় জ্বালার ব্যথা
কাঁদায় বুক
ভাসায় আঁচল নয়ন অঝোর
আপন হাতে—
—ঘুচাও কাঁটা, ওগো কঠোর
নিশীথ রাতে
মন্ত্রে তোমার উঠ্‌বে কাঁটা
ফুট্‌বে ফুল
মরুভূতে বওগো সাগর
স্রোতের কূল।

কবিতা

কবিতা !
সে যে কি কেমনে ওগো
বলিব আমি তা ?
সে যে কবিতাই
যাহা আমি দিতে পারি নাই
তার মাঝে তাই দিয়ে যাই
যত দুঃখ যত সুখ
উচ্ছ্বসিত সারাবুক
উদ্দাম বাসনা কত
সোণার স্বপণ শত
কত কান্না কত হাসি
মান অভিমান রাশি
সে মোর কবিতা !
ছায়াময় স্বপ্নলোক চিরবাঞ্ছিতা ।

কবিতা যে ফুটেওঠে বিশ্ব চরাচরে
নয় শুধুপ্রাণে
দ্যুলোক ভূলোক ভরি বিচিত্র আখরে
অভিনব গানে
প্রাণথেকে জন্মনিয়ে ভরে আপনায়
সীমাহীন সুবিশাল বিশ্বের কায়ায় ·

তাই সে যে ফুল হ'য়ে ফুটে ওঠে হেথা
নদী হ'য়ে ব'য়ে যায় সেথা
উৎস হ'য়ে ঝরে শতধারে
কখন বা বরষার নবমেঘ ভারে
কখন বা মাধবী যামিণী
কভুগাঢ় অন্ধকার কভুবা দামিণী
ওগো সে যে বিশ্বে ফোটে ফোটে প্রাণে প্রাণে
আমারি প্রাণের নিধি হেরি সব খানে

কবিতার কোথা পাবো তুল
যতকিছু জীবনের বেদনা বিভুল
সব দিয়ে রচি ওগো যা
উচিৎ কি দোষ তার খোঁজা ?
কে বুঝিবে বোঝাবো বা কারে
গাঁথিয়াছি কত অশ্রুহারে
আঁকিয়াছি মূরতি কাহার
নিত্য অনিবার।
রচনায় নিপুণতা প্রয়োগ প্রকাশ
নীতী আর লক্ষ্য তার কুশল প্রয়াষ
তাইনিয়ে মাপ কাঠি ওঠে প্রতিদিন
মাপ তার চিরঅনির্দ্দেশ সে যে নামহীন

প্রাণ নিঙাড়িয়া সে যে নেয় তার প্রাণ
রক্ত হ'য়ে রঙতারে করে রূপবাণ
বিরহ রজনীগুলি কান্না মুকুতায়
ভূষণ রূপেতে তার অঙ্গে শোভাপায়
হায় তার সুসৌরভ কিরণ নিকর
কলঙ্কে ছড়ায়ে পড়ে দিক্ দিগন্তর
তাইতার একনাম আছে ভালবাসা
সে যে সর্ব্বনাশা !

প্রার্থনা

হে অনন্ত অদ্বিতীয় অনাদি ঈশ্বর
ওহে কৃষ্ণ প্রাণারাম ! শ্যামল সুন্দর !
অতি ক্ষুদ্র এ অন্তরে এক্ষুদ্র হিয়ায়
আসিয়া দাঁড়াতে হবে তবু যে তোমায়
এই ক্ষুদ্র জ্ঞান আর অজ্ঞানের কাজে
মোর এই ছোট ঘরে পরিজন মাঝে
আমার শেফালি বনে গোলাপ বাগানে
বিহার করিতে হবে নিভৃত বিতানে
আনিতে হবে যে প্রভু এই মর চোখে
জ্যোতির্ম্ময় চিদাভাস চিন্ময় আলোকে .

হে অসীম ! আমার এ সীমার পাওয়ায়
পেতে দিতে হবে যে গো নিয়ত তোমায়
ভালবাসা ভরা এই চোখের দেখায়
দেখা দিতে হবে যে গো রেখায় রেখায়
দাঁড়াতে হবে যে প্রভু মিলন স্বপনে
আমার প্রিয়র সনে গভীর গোপনে
নহিলে কেমনে পাবো তোমার চরণ
আমি যে গো বড় ক্ষুদ্র দীন অভাজন

অনুযোগ

সুরযদি নাহি আসে
গান তবে কেন দিলে ?
স্বর যদি নাহি ভাসে
কথা তবে কেন মিলে ?

ভাবে কেন ভরে বুক
যদি রব চির মূক
নিখিলের বীণা তবে
কেন বাজে এ নীরবে
কেন তবে উৎসবে
আমায় ডাকিয়া নিলে ?

কেন তবে উচ্ছ্বাসে
প্রাণ চায় নীলাকাশে
তরু লতা তৃণে ফুলে
মন কেন উঠে দুলে
কেন তবে চোখ তুলে
ভাবে মোরে চেয়েছিলে ?

দেশবন্ধু তিরোধানে

ছিলে বন্ধু সবাকার দীন দুঃখী কোলে পেতো ঠাঁই
ওঠে আজ হাহাকার ! নাই তুমি নাই তুমি নাই
মধ্যমণি সম ছিলে জননীর কণ্ঠের ভূষণ
বক্ষেরি নিধি ছিলে চিত্তের ছিলে হে রঞ্জন
ছিলে প্রভা ভারতের বৈভব ও গৌরব কায়া
প্রতাপ শিবাজী রাজ পৃথ্বীর আত্মার ছায়া

দেশ প্রেম হ'ল বাণ ত্যাগ তায় হ'য়েছিল শর
লক্ষ্য জননীর মান স্বাধীনতা স্বরাজ সমর
বর্ম্ম তুমি প'রেছিলে ক্ষমা আর অহিংসায় গড়া
শব্দভেদী শক্তিশেল কর্ম্মযোগে পড়েছিল ধরা
অক্লান্ত অক্ষান্ত বীর যুঝেছিলে কত বারোমাস
দিয়ে স্বার্থ দিয়ে প্রাণ দিয়ে রক্ত প্রতিটী নিঃশ্বাস

অম্লান অজেয় চির ! হে বিজয়ী বীরেন্দ্র অমর
সম্মুখ সমরে হত ; খোলে দ্বার অপ্সর কিন্নর
অমরাবতীর আজ ! তোরণে তোরণে মালা স্রক্
পদ্মরাগ নীলকান্ত পারিজাত মন্দার স্তবক
উর্ব্বশীর ওঠে হাস নুপূর নিক্কণে অবিরাম
দোলে বাহু, কঙ্কণের শিঞ্জন ওঠে প্রাণারাম

মৃদঙ্গ সেতার বেণু মঞ্জীর ও মন্দুরা কত
বাজে নারদের বীণা "জয় জয়" গুঞ্জন রত
রম্ভা তিলোত্তমা গায় স্তব্ধ সুখে নন্দন—ঈশ্বর
কার্ত্তিক জয়ন্ত সেনা নেয় তোমা করিয়া আদর
বিজয় কেতন ওড়ে দিকে দিকে হাসে সুরগণ
বাজে শাঁখ দেয় হুলু সুর নারী যত পুরজন !

স্বাগত ! স্বাগত ! বীর বাঙ্গালার, ভারত রতন
মোছ শ্রান্তি, দাও ক্ষান্তি, নবকান্তি লভুক্ জীবন
নন্দনের এ আহ্বান বুঝি,তব যায় নাক কাণে
ফিরে ফিরে মর্ত্ত্যে চাও দুখিনী এ জননীর পানে
ঝরে লোর অনিবার দেশমাতা কাঁদে মহাশোকে
অমরার সুখশোভা দেখো তাই উপেক্ষার চোখে

দেহদিলে পণ লাগি জিনিবারে বিরোধ-বিদ্বেষ
হ'ল আজ গলাগলি-দলাদলি হ'ল যে নিঃশেষ
মিলনের মহাসেতু রচে আজি তোমার প্রয়াণ
স্বার্থহীন প্রেম আর অনাবিল আত্মা-হুতি-দান
এ আহুতি ধন্য হ'ক্ এ অনল হ'ক্ অনির্ব্বাণ
জোগাবে সমিধ তায় নব নব বীর গরীয়ান্

ছিলে এক হও শত শত চিত্ত রঞ্জন দাশ
সমুদ্ভূত যজ্ঞমাঝে ভারতের মুক্তির আশ্বাস
কাঁদে আজি তরুলতা কাঁদে আজি জাহ্নবীর জল
আজিকার রবি যেন ক্ষোভে রাঙা বিষাদ বিকল
লাখো লাখো নরনারী শিশু যুবা প্রবীণ নবীন
নগ্নপদে পথে পথে কেঁদে কেঁদে ফেরে দীন হীন

কোথাও যে ফাঁক্ নাই ধরেনাক পথে বুঝি আর
ভেঙ্গে পড়ে গৃহছাদ বাতায়ন প্রাচীর প্রাকার
যেন বিশ্বরূপ ধ'রে মূর্ত্তিমান্ বিশ্বরাজ-আজ
সম্মান দেখাতে বীরে জনপদে সহস্রের মাঝ
সুরেন্দ্র বরিয়া লয় সসম্মানে আত্মা সুমহান্
তার চেয়ে পেলো প্রাণ হত দেহ নশ্বর অপ্রাণ—

কোটী কোটী ইন্দ্র যাঁরে দিবানিশি বন্দে জুড়িকর
তিনি এসে দাঁড়ায়ে যে রাজপথে—জুড়িয়া নগর !

অমর

(দেশ বন্ধুর তিরোধানে)

সাজেনা যে আর বলা নাই নাই
নিয়ত যখন দরশ মেলে
নয় অবশেষ অঙ্গার ছাই
চিতার আগুণে যা এলে ফেলে
গঙ্গার সাথে বঙ্গেয় ঘেরি
করুণা ধারায় বহিয়া যান্
নর্ম্মদা ইরা সিন্ধু কাবেরী
তমসা বিঘোষে বিজয় গান
হিমাদ্রি সাথে মেঘভেদী আশে
ভারতের বুকে ফেরেন তিনি
মন্দাকিণীর পীযূষ নিশাসে
সাগর গীতীতে সে গান চিনি
রক্তের সাথে ধমণী শিরায়
তরুণ হৃদয়ে বেড়ান্ নেচে
শৌর্য্যে সাহসে হিয়ায় হিয়ায়
উঠেছেন আজ আবার বেঁচে
বৃন্দাবনের মুরলী মায়ায়
বেজে বেজে তিনি ফেরেন কাণে

কালের অতীত যে কাল সেথায়
সবার চিত্তে সবার প্রাণে।

কণা

আমি আজ ফুরিয়ে গেছে
তোমার মাঝে
তুমি আর তোমারই যে
কেবল বাজে
প্রভু হে আজ্‌কে আমায়
মণিরতন নাই কিছু আর
শূন্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছি এই
রিক্ত সাজে
আছে আজ আমার খালি
শুধ্‌ যা অযশ গালি
সেই টুকু নাথ বই হে বুকে
পুলক লাজে!

শ্রাবণ

(১)

ঝুর্ ঝুর্, ঝির্ ঝির্ ঝর্ ঝর্ ঝর্
ঝম্ ঝম্, ঝিম্ ঝিম্ তর্ তর্ তর্
দুরু দুরু গুরু গুরু হিয়া থর্ থর্
থম্থমে দু'নয়নে ধারা দর্ দর্
ভুর্ ভুর্ বাসভরা কেয়ার কেশর
ফুর্ ফুর্ দল তার সয়নাক ভর্

তুল্ তুল্ দুল্ দুল্
গুল্ বেল নীল ফুল
বিকচ কদম
ভিজেবায় হু হু উহু
করে হায় মুহু মুহু
মৃদুল নরম
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্
দু'জনার কান্নার নব-অভিরূপ!

(২)

মেঘে মেঘে ঐ ঐ উড়ে আসে
আসে আসে আসে গো

নীরদ নব সজল শ্যামল
  গহন ঘনাকাশে গো।
পাগল-কেতকী সুরভি
মাতাল মহুয়া করবী
মরমে সরমে কদমে তাহারি
  শিউরাণো তনু ভাসে গো।
বাদর বাহারি বাতাসে
চাদর তাহারি পাতাসে
মনে পড়ে ঘন শাঙন মিলন
  মোহন ফুল বাসে গো।

(৩)

এসো অভিনব, এসো সুন্দর,
দেয়া-চম্‌কানো ঘন অম্বর !
এসো হে আষাঢ়—মোহন সজল
মেদুর মধুর শীতল শ্যামল—
হে বরষণ

এসো—গাঢ় কালো চিকুর তিমির,
ঝর ঝর ঝর এ বারি অধীর
ওগো মেঘদূত ! মনোরম মায়া !
এসো ছায়াবাজী, এসো ধূপছায়া,
হে গরজন

এসো ভিজা পথ, ভিজা পল্লব,
বিকচ কদম, কেয়া সৌরভ !
উড়ে-আসা ফুল, চাঁপায় সুবাস,
পথেতে বিছানো বকুল উদাস !
বিজন বন

ওগো মৃদু দীপ, কুঞ্জ কুটীর !
জ্যোস্না নিবিড়, শ্যাম তরুশির
বাদল-নিলীন, মেঘ বিমলিন
চাঁদ এসো, এসো নয়ন নলিন !
নিরঞ্জন !

মালার পরাগ সুরভি ছাওয়া
ওগো বনপথ, কানন-হাওয়া !
এসো শোনা-গান ! মালতী-বিতান !
এসো নবমেঘ, শান্তি-শিথান
হে বিমোহন !

(৪)

শ্রাবণ এসেছে ফিরে
কাননের তীরে তীরে
এসেছে আকাশ ঘিরে
এলো আঁখি নীহারে
কি পাগল এ বাদল
উচ্ছল চঞ্চল
সফল কর গো তারে
নীপবন বিহারে

দেয়া হানা ঘন পথে
দেখা যায় মনোরথে
যায় অভিসারিনীরা
মানস যমুনা তীর
তাদের সে কালো চুল
জড়ানো বকুল ফুল
গলায় রয়েছে মালা
চাঁপা আর মালতীর

কাহার হ'লনা যাওয়া
হ'লনা সে গান গাওয়া

প'ড়ে আছে নীল সাড়ী
কেয়ারেণু মাখারে
প'ড়ে আছে আয়োজন
কুঙ্কুম চন্দন
প'ড়ে মালা চামেলীর
আঁখি নীর আঁকারে !

(৫)

গহন শ্রাবণ রাতি
কখন নিবেছে বাতি
কখন থেমেছে পথ চলা
তবু কেন মনে হয়
আসে যায় পথময়
কে নিদয় করে হায় ছলা

থমকি দাঁড়ায় দ্বারে
গান তার বারে বারে
ভেসে আসে উদ্দাম
ঝর ঝর বারি ধারে
আসে কাঁদা আসে হাসি
আসে তার কথা রাশি
চাদরের ওড়া তাও আসে

আসে মালা খসা ফুল
চাহনি সে সব্যাকুল
আসে তার সব কিছু পাশে

আসে তার রাখী খানি
তবুতো না মেলে পাণি
আসে মালা কই তবু গলা
অবাক্ যে এ কেমন
বোঝেনা অবোধ মন
এমনে কি কথা তার বলা
কখন থেমেছে পথ চলা

(৬)

তোমার ডাকার উন্মাদনায়
মেঘ-বেদনায় প্রাণ রেঙে যায়
সেই ডাকাতে গভীর নিশায়
চম্‌কে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়
তোমার ডাকার সেই ইসারায়
আমার দীঘীর দুই কিনারায়
মালতী আর বকুল ভরায়
শ্রাবণ পাগল সুবাস বায়

———— ৲

যোগ

তোমার সাথে সেথায় হ'ল যোগ
যেথায় প্রেমের গভীরতায়
হারিয়ে গেছে ভোগ
তোমার সাথে সেথায় আমার মিল
তোমার আমার প্রেমে যেথায়
ভাস্‌লো এ নিখিল

সেই খানেতে তুমি আমার হ'লে
সবার মাঝে যখন আমি
আমায় দিলাম দ'লে
সেদিন আমার পাওয়া তোমার কায়া
ছোঁবে আমার কান্না যেদিন
তোমার চরণ ছায়া

আমার বাণী মিল্‌লো তোমার মিলে
চাওয়ার আগে যেদিন তুমি
আপনি আমায় নিলে
তোমার সুরে তখন আমার গান
হ'য়ে যখন মনের মানুষ
জুড়াও জগৎ প্রাণ !

নিম্‌গাছ

বিশাল ও নিম্‌ হাওয়ায় মাতা
চিকণ চারু জাফ্‌রী পাতা
তার ফাঁকে ঐ চাঁদ দেখা যায়
মাণিক গলা জ্যোৎস্না ধারায়
আকাশ সথার নীল জামিয়ার
তায় উজ্জল চুম্‌কী তারার
ফিণিক্‌ ফোটা ফটীক্‌ মণি
হার হ'য়ে ঐ বয় সুধা ধার।

হাত বাড়িয়ে আমার পানে
নিম্‌ সাথী মোর ডাক্‌ছে গানে
চপল উতল পুষ্প পাতা
গাইছে বিলাপ প্রলাপ যা'তা'
বিশাল ও নিম্‌ হাওয়ায় মাতা
চিকণ চারু জাফ্‌রী পাতা।
ফিণিক্‌ ফোটা ফটীক মণি
হায় হ'য়ে ঐ বয় সুধাধার।

সৃষ্টি ও প্রলয়

তোমার কাছে আমার ক্ষমা
নিত্য নিরন্তর
জনম জনম কল্প কোটী
অপরাধের পর
ক্ষমা তোমার ভুবন জোড়া
বয় যে অনিল গন্ধ মোড়া
ওঠে যে চাঁদ জুড়ায় ধরা
হাসায় রবির কর
আমায় তুমি দাও যে সাজা
যুগে যুগে হে মোর রাজা
দণ্ড বিষম ! দেখ্‌তে না পাই
ওমুখ স্যুন্দর !
ক্ষমায় তোমার সৃষ্টি দোলে
সাজার মাঝে প্রলয় কোলে
দুই সাগরে পার সে চ'লে
যাহার তুমি বর
তোমার কাছে আমার ক্ষমা
নিত্য নিরন্তর !

জ্যোৎস্নায়

চাঁদের আলোয় ভুবন ভুলোয়
শুধু ঘুম ভুলেছে ঘুম-বাগানে
নয়ন পাত
ওগো ঘুমায় ধরা ফটিক্ আলোয়
আমার শুধু মন না মানে
না যায় রাত

সবুজ ঘাসে রূপায় ভাসে
কাহার ছায়া ?
নীল আকাশে ফুলের বাসে
কিসের মায়া ?

চাঁদিনী সিনান্, ফুল গায় গান
যেন কার আসারি আশ্ মরমে
জড়ায় হাত
তৃণেরি শয়ান, নয়ানে নয়ান
ভাব দেয়ালায় ছায় সরমে
আঁখির পাত ।

সীমা ও ভূমা

বিশ্বজগৎ জাগ্‌বে কবে
আমার ছোট ঘরে ?
অসীম আকাশ নাম্‌বে কবে
সীমার নয়ন পরে ?

অসংখ্য ওই তারার মেলা
জ্বল্‌বে সে কোন সন্ধ্যাবেলা
আমার ঘরের একটী তারায়
জ্বাল্‌বে তাদের খেলা ?

ধ'রবে কবে ছোট্ট এ বুক
জগতের এই অনন্ত সুখ
কবে আমার কাঁদার সাথে
কাঁদবে বধির মূক ?

কবে আমার গানের দোলা
একটী কথা হৃদয় খোলা
দুলিয়ে দেবে অখিল পরাণ
ক'রবে আপন ভোলা ?

কবে আমার একটী গানে
নিখিল গীতী জাগ্‌বে প্রাণে !
কোন লগনে বাজ্‌বে বীণা
বিশ্ব বাণার তাণে ?

কবে আমার একশতদল
হবে হাজার লক্ষ্য কমল
কবে আমার খুঁদ কুড়া সে
ভ'রবে সুধা সরে ?
অসীম আকাশ নাম্‌বে কবে
সীমার নয়ন পরে ?

আকাঙ্খা

সুখের মত নয় প্রিয়তম সুখের মত নয়
দুখের মত ব্যথার মত থেকো পরাণ ময়
ফুলের মত আল্‌গোছে নয় কাঁটার মত বিঁধে
থেকো আমার বুকের মাঝে থেকো আমার হৃদে
মলয় সম নয় হে সখা ঝড়ের মত এসো
চাঁদ্‌নী রাতের জ্যোস্নাতে নয় ঝিলিক্ মেরে হেসো
শ্যামল ঘন স্নিগ্ধ সরস শীতল ছায়ায় নয়
তপন সম তীব্র হ'য়ে থেকো জীবন ময়

চাই না শুধুই স্বপন সম তরল ভাসা ভাসা
আব্ ছায়া আর আলোছায়াতে ক্ষণিক যাওয়া আসা
তীব্র হ'য়ে তীক্ষ্ণ হ'য়ে দারুণ হ'য়ে এসো
মৃত্যু সম নিবিড় ক'রে আমায় ভালোবেসো

অলঙ্কার

মুক্তা প্রবাল পান্না হীরা ইন্দ্র নীলের প্রভা
ছড়িয়ে দিলে এই নিখিলে নীলাম্বরীর শোভা
মানস-প্রতিম সাজিয়ে দিলে ভুবন-মোহন সাজে
ইন্দু অমল শ্বেত শতদল লুকায় আনন লাজে
স্তব্ধ হ'ল বিশ্ব ভুবন মুগ্ধ অখিল মন
শ্রদ্ধা পুলক বিস্ময়েতে আকুল অনুক্ষণ
তবু ও কবি মিলন-সুখের অশ্রু যেথায় ভরো
অমূল্য সেই অলঙ্কারে সবার হৃদয় হরো
সবার সেরা সাজ সে যে ঐ যুগল আঁখি ভরে
চাঁপার বনে বিজন কোণে যা ওই অঝোর ঝরে

বকুল বেলা আইভি এলা মার্শানীলের বোকে
মল্লি'মালা যূঁথির বালা সুর্‌মা কাজল চোখে
বধূর পায়ে নুপুর দিলে গোলাপ দিলে গালে
শ্বেত করবীর মুকুট দিলে কৃষ্ণ অলক জালে

পদ্মরাগের বলয় হার ও কোহিনূরের তাজ
সাজ্‌লো ভারী মধ্যে তারি তরবারির লাজ
সব তোমাদের ধন্য হ'ল অবাক্ জল-স্থল
সাজের সেরা সাজ তবু যে একটু চোখের জল
একটু খানি অশ্রু বারি মিলন-সমুচ্ছল
সকল সাজা সাজিয়ে দিয়ে রইল সমুজ্জল

আসা

কখন তুমি আসো ?
স্বপন মাঝে ভাসো ?
একটু খানি চাঁদ্‌নী যখন
জড়িয়ে থাকে শয়ন তখন
বেল চামিলীর গন্ধ নিয়ে
খোঁপা আমার এলিয়ে দিয়ে
মলয় যখন বয়
গোলাপ চাঁপা যূঁই কামিনী
ফুল্ল.ফুটে রয়

যখন গভীর আঁধার রাতে
নয়ন বারি নয়ন পাতে

শ্রাবণ ঘন অঝোর ঝরে
কদম কেয়া উড়ায় ঝড়ে
বকুল বাগে গন্ধে তারি
ঘরের বাতাস হয় যে ভারি
চিকুর তিমির গাঢ়
তখন তুমি গোপন আসা
আস্‌তে বুঝি পার

হাসা

কখন তুমি হাসো ?
সকল ব্যথা নাশো ?
যখন আমি তোমায় ভেবে
উঠ্‌তে সিঁড়ি যাইগো নেবে
কাজের মাঝে কতই ভুলি
বাঁধ্‌তে জিনিষ কেবল খুলি
হাঁ ব'লতে না যে বলি
থাম্‌তে পথে কেবল চলি
আন্‌ মনাতে ওনাম লিখে
ছিঁড়ে ছড়াই দিকে দিকে

আছাড় খেয়ে জিনিষ ভেঙ্গে
দুঃখে লাজে আনন রেঙে
নিজেই নিজে দিই যে গালি
ভ'রতে গিয়ে এলাই খালি
ডাক্‌লে লোকে দিইনে সাড়া
হারিয়ে চাবি খাই যে তাড়া
কেউ বা বলে অন্ধ কালা
কেউ বা বলে যাহ'ক জ্বালা
আড়াল থেকে তখন হাসো
ব্যথা আমার অম্‌নি নাশো

কাঁদা

কখন তুমি কাঁদো ?
আমায় বুকে বাঁধো ?
যখন আমি বেদন খানি
লুকিয়ে মুখে হাস্য আনি
আমোদ প্রমোদ সভায় কাজে
সাজি যখন কতই সাজে
বসন ভূষণ চিত্র আঁকে
মুখের হাসি মুখেই থাকে

লুকিয়ে বেদন আমোদ করি
অশ্রু ওঠে চক্ষে ভরি
জোর করা মোর সুখাভিনয়
কাঁদায় তোমার কোমল হৃদয়
তখন তুমি বড্ড কাঁদো
স্বপ্নে আমায় বক্ষে বাঁধো

ভাসিয়ে দিয়ে ডুবিয়ে নাও
তোমার মাঝে
ফুরিয়ে মোরে ভরিয়ে দাও
তোমার কাজে
তলিয়ে মোরে মিশিয়ে লও
মারিয়ে ফেলে বাঁচিয়ে দাও
নবীন সাজে
জাগো হে তুমি আমিরে ঢাকো
আমারে জুড়ে তুমিই থাকো
সকাল সাঁঝে
জড়িয়ে মোরে জল তরাও
আলিঙ্গণেই মুক্তি দাও
প্রণয় লাজে !

———

স্রোতের ফুল

স্রোতে ভেসে এনু স্রোতে ভেসে যাই
সাগর পানে
টল মল চল উচ্ছল কল
মধুর গানে

লবেনা তুলে
স্রোতের ফুলে
কে দলিবে পায় এখানে
না ভালবাসা
না কাম আশা
ভাসিয়া যাই উজানে

মালার ছলে
তুলিনা গলে
সেবিনা প্রতিমা পাষাণে
স্রোতের ফুল
হারা দুকূল
না পূজি দেব না বাগানে

অকারণ আসি উদ্দাম হাসি
আকুল প্রাণে
স্রোতে ভেসে এনু স্রোতে যাব ভাসি
সাগর পাণে ।৬

ও সে কে যায় চ'লে নয়ন তুলে আপন হারা
তার সকল কথা সকল কাজই ছাড়াছাড়া
অকূলে ভেসে বেড়ায়
তবু জল না লাগে গায়
ও তার সকল কাজই সুরু হ'তে আপনি সারা

তোমারি পায়ে দিয়েছি মন জীবন প্রাণ হে
তোমারি গায়ে গেঁথেছি গান ছন্দ তান হে
তোমারি সুখেতে রচেছি বেশ
বসন ভূষণ বেঁধেছি কেশ
তোমারি দুখেতে দীর্ণ-হইনু করিতে আমারে দান হে
তোমারি মাঝে লভিনু আমি আমার অবসান হে

ভক্তি যদি সত্যি থাকে
কাজ কি তবে আন্ ধনে ?
কেবল সদাই এ চাই ও চাই
চাওয়াই যে মোর সব ক্ষণে
ডুবে দারুণ অহং ঘোরে
ভক্তি কি হয় মুখের জোরে ?
ভক্তি হ'লে প্রেম যে ডাকে
'বাঁশীর সুরে মন মনে

দেবদারু

দেবদারু ভাই দেবদারু !
তোমরা বুঝি নয় কারু ?
তবুও মোরা অনেক বছর
খেল্‌ছি নিয়ে এক খেলা ঘর
আজকে বিদায় তাইতে তোমার
কাঁপ্‌ছে চিকণ কায় চারু
দেবদারু ভাই দেবদারু !

তুমিই আমার সাক্ষী ছিলে
যা কিছু মোর এই জীবনে
রঙিন্‌ রেখায় রাঙিয়ে দিলে

যা কিছু আঁক কাটেনি তাও
যা এনেছে গভীর ধাঁধাও
সকলি তো দেখ্‌লে তুমি
হে মোর সাথী চিরকাল !
দিনের আলোক রাতের পুলক
গভীর নিশার স্বপ্ন জাল !

দেবদারু ভাই দেবদারু !
অশোক বকুল কণক চাঁপা
হে মহুয়া মৌ-দারু !
আমার যাহা রইল গোপন
তোমরা জানো সে সব রতন
পাতায় পাতায় শিরায় শিরায়
সে সব যে হায় রইল রচণ !

যে বাণী মোর হয়নি বলা
রইল যা মোর অসমাপণ
যে পথ আমার হয়নি চলা

দেবদারু ভাই দেবদারু
মাধবী ভাই মালতী বেল
পাটল হেনা যুঁই পারু
সে সব রচন দেখিও তারে
হয়তো বা কেউ চাইতে পারে
বলিও তারে সাক্ষী ছিলে
হয়নি দাসী আর কারু
আজকে বিদায় অশোক ! বকুল !
হে প্রিয়তম দেবদারু !

সন্ধ্যা তারা

(তারার সখী)

জাগ্‌লে সখী। সন্ধ্যা তারা
নীল ললাটে মণির টীপ্‌
ধূপ ছায়ালোক ধূসর পথে
পথিক জনের হীরার দীপ
আজ্‌কে সখী আন্‌লে ওকি
কাঁকণ কোলে ঐ যে এঁকে
তোমার আশায় পথ চেয়ে রয়
এ জন প্রথম সকাল থেকে
সলাজ চোখে চাইনু কখন
কখন আবার কাঁপলো বুক ?
ঠাট্টা রাখো ! কি জ্বালাতন !
রাঙা হ'ল কখন মুখ ?
কই উড়্‌লো ওড়্‌না আমার
লুটলো বা কই আঁচল বাস ?
না খসে নাই খোঁপার বাঁধা
ছড়াইনিতো ফুলের রাশ

আজ্‌কে তোমার হীরের রঙে
নীল সবুজের ফুল্‌কি ওঠে
জরীর ফুলের পাঁপড়ি ফেটে
ফিণিক্‌ দিয়ে কিরণ ছোটে
পরিহাসের সময় কোথা
বলই না আজ কিসের সাজ ?
লক্ষ্মীটী ভাই পালিও নাক ?
লজ্জা ? না, না, কিসের লাজ ?

(সন্ধ্যা তারা)

আমার কাছে লজ্জা করা—
বিফল সখি এখন আর
আমায় ছেড়ে যাওনি কোথাও
পাওনি তোমার সুখের সার
সাক্ষী ছিনু আমিই একা
তোমার গোপন সরম সাঁঝে
দেখ্‌নু সবই মধুর হেসে
একটুখানি নীরব লাজে
সেই থেকে তাই নিত্য আনি
তাঁর ঘরেরই ধূপের বাস
তাঁর মনেরই গানের বাণী
শুনিয়ে ফিরি তোমার পাশ

তাঁর চোখেরই চাউনি টুকু
মাঠ পেরিয়ে ছাড়িয়ে ঘাট
বকুল বনের পাশ দিয়ে সই
বিলাস পুরের পেরিয়ে হাট
তোমার কাছে নিত্য আনি
আমার চাওয়ার কিরণ ভরে
তাঁর হাতেরই মণির রাখী
এনেছি আজ তোমার তরে
তাইতো আমার হীরার রঙে
নীল সবুজের ফুল্‌কি ওঠে
জরীর ফুলের পাঁপড়ি ফেটে
ফিণিক্‌ দিয়ে কিরণ ছোটে

(তারার সখী)

অনলে যখন দাও বেঁধে দাও
থাক্‌বোনা আর লজ্জা নিয়ে
চোখ্‌ দিয়ে সই প্রাণের রাখী
এই চোখে যাও পরিয়ে দিয়ে

রাত দুপুরে

কোন বিরহী বাজায় বাঁশী
দূরে দূরে (রাতদুপুরে)
চোখেরি জল উচ্ছল ছল
সুরেসুরে (রাত দুপুরে)
গভীর রাতে একলা কিসে
পথে পথে হারিয়ে দিশে
অশ্রুরাশি নাচায় ল্যাসি
কে জানে কার
মন নূপুরে
(রাত দুপুরে)

ছায়াবাজী

মেঘেহারা এ শিখর বিরাট অসীম
শৈলেহারা এই মেঘ এ তুহিন্‌হিম
কোথায় বা কার শেষ সুরু বা কোথায়।
এমন জড়ায়ে আছে বোঝা নাহি যায়

আঁধার হেথায় হারা আলোর মাঝারে
আলোগেছে নিভে হোথা ছায়ার পাথারে
সমতল গেছে মিশে অসমান মাঝে
অসমান হোথা এসে সমতলে সাজে
আকাশ মিশেছে এসে ধরণী ধুলায়
ধরণী নভের বুকে ছুঁকর বুলায়
নদী এসে ওথলায় শিখরের গায়ে
নির্ঝর ঝর ঝর তটিনীর পায়ে
একধারে জ্যোৎস্না ও একধারে অমা
একদিকে কপালিণী একদিকে রমা
এধারের বনভূমি মেখে মেঘে হারা
ওধারেতে সবটুকু সোণালীতে সারা
গগনের ভুবনের আলোক ছায়ার
ছুঁয়ে মেঘে মহীধরে মিলন মায়ার
কি বিচিত্র কারু চারু কার কারসাজি
মুহুরে মুহুরে নব নিত্য ছায়াবাজী

বাদশা জাদীর ব্যথা

("থিফ্ অফ্ বাগ্দাদ্" সিনিমা দেখে লেখা)

কখন তুমি আস্‌বে ওগো আকাশ বেয়ে উড়ে ?
পক্ষীরাজের শুভ্র পাখা কাঁপ্‌বে মেঘের পুরে ?
আমি হেথায় তোমার লাগি গুণ্‌ছি শুধু দিন
কখন তুমি আস্‌বে জিতে ইরাণ্ বেদুইন্
বেহেস্ত্ থেকে আস্‌বে নিয়ে অদৃশ্য সে ধন
খুসীর বশে ক'রবে সৃজন যখন যাহা মন

প্রবাল মতি পান্না আঁকা ফুলের শয়ন সেজে
তবুও যেন বিষম ব্যথা উঠ্‌ছে বেজে বেজে
আরব দেশের বিশাল মরু ছাইল বুঝি বুকে
তাই বুঝি বা এই হাহাকার এত অতুল সুখে
সাগর ছেঁচা মাণিক আমি বাদ্‌শা জাঁহার মেয়ে
বাগ্দাদেরই রাজকুমারী হুরীরা যায় গেয়ে

পান্না শিলার ফিরোজ নীলার ময়ূর যখন নাচে
হীরার পাখা উড়িয়ে দিয়ে পায়রা যখন বাচে
চুণীর গোলাপ গোলাপ জলে যখন করায় স্নান
জর্দ্দা মণির চূর্ণ যখন রাখে হেনার মান
দুনিয়া জেতা বাস ভূষাতে যখন করায় বেশ
তখনো মোর ব্যথার প্রাণে হয়না সুখের লেশ

চোরের সাজায় ঘৃণায় ব্যথায় অশেষ অপমানে
সেপাই সেনা হান্‌লে তোমায় তীক্ষ্ণ আঘাত বাণে
সুঠাম তোমার তরুণ দেহে ছুট্‌লো শোণিত ধার
সেদিন হ'তে আমার প্রাণে সুখ নাইকো আর
ব্যথায় কাতর শিথিল তনু পথের ছিলে রেখে
দিন ভিখিরী! সেই ছবিটী গেছো বুকেয় এঁকে

কখন তুমি আস্‌বে ওগো ঘুচিয়ে অপমান
যারাই তোমায় ঘা দিয়েছে তারাই হবে ম্লান
পারস্য আর ভারত চীনার প্রবল রাজার দল
এগিয়ে আসে দিন যে ফুবায় কমছে বুকের বল
কখন তুমি আস্‌বে ওগো বিশ্ব ভুবন জিতে
চন্দ্রলোকের মিল্‌বে চাবি পাতালপুরের ভিতে।

সিন্ধুপুরের মোহন নারী ডাক্‌বে তোমায় ছ'লে
ভুলবে না তায় আমায় ভেবে আস্‌বে তুমি চ'লে
কখন তোমার শুভ্র ধবল অভ্র গিরির চূড়ে
পক্ষীরাজের মিল্‌বে দেখা স্বপ্নলোকের পুরে?
কখন তুমি আস্‌বে জিতে অসুর দানব দানা
অলখ্‌পুরে নিত্য দিবা দিচ্ছে যারা হানা।

মেহ্‌দী পাতার রং গুলালে জাফ্‌রাণী সে মণি
রিনিক্ ঝিনিক্ নাচের ঠমক্ দিন রজনী গণি
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে কল্প দিয়ে মোড়া
রূপের রংঙের সুরের সুরার জল্প দিয়ে জোড়া
উথ্‌লে নিশায় ঢেউ খেলে তায় ঘুঙ্গুর নুপুরপ্রভা
সেই সে বিহার কাম্‌রা আমার খাস্‌মহলের শোভা।

পরীর মত হাজার মেয়ে সুরের তুফান তোলে
সুবাস ভরা গুল্ সিরাজী পিয়াষ তাতে ভোলে
ঝলক্ হেনে রতন রূপের ছড়িয়ে ফুলের রাশ
উড়িয়ে সবুজ ওড়না আঁচল খসিযে নিচোল পাশ
শেষ ক'রে দি প্রমোদ নিশি ছ'আঁখ্ আসে ঢুলে
জড়োয়া মণির ভূষণ যত এলিয়ে পড়ে খুলে।

সব সখীরা বাজিয়ে বীণা ঘুমটী পাড়ায় মোরে
আবার তারা এস্রাজেতে তন্দ্রা ভাঙ্গায় ভোরে
এতই আরাম আমার তরে এতই আয়োজন
আমার পলক সুখের লাগি সাধন অফুরণ
নিত্য আমার মন ভুলাতে হরেক রকম ফাঁদ
অমর লোকের স্বপন যেন আপনি নিল ছাঁদ।

হায় গো ও হায় ব্যর্থ যে সব মন ভোলেনা এতে
কখন তুমি আস্‌বে জিতে ভাব্‌ছি দিবা রেতে
বাগ্‌দাদেরই হৃদয় আমি শাহান্‌শাহের মেয়ে
হাজার তাতার প্রহরণীরা প্রাসাদ আছে ছেয়ে
দস্যু ডাকাত চোর ব'লে হায় তাড়িয়ে দিল মেরে
কখন তারা তোমার কাছে আপনি যাবে হেরে ?

আমার তরে ঐ কি তুমি পার হও আগুণ বন ?
কেমন ক'রে এমন ভেবে বাঁধবো হেথায় মন
হায় কি জ্বালা আবার তুমি ডুব্‌লে অগাধ জলে
ভয়াল ভীষণ জন্তু অগণ ঘিরছে পলে পলে
আর যে আমি সইতে নারি দাও গো তুমি দেখা
সকল রাজা আস্‌লো ফিরে বাকী তুমিই একা।

ছন্দদোলায় হিন্দোলাতে ন'বৎ বাজে আজ
মহোৎসবের প'ড়ল সাড়া সাজের উপর সাজ
শুন্‌ছি নাকি আমার বিয়ে মস্ত রাজার সাথে
সাত সাগরের মাণিক আমায় দেবে বিয়ের রাতে
চাইনা হ'তে বেগম আমি চাইনা হ'তে রাণী
চাই হে শুধু দীন ভীখারি ! তোমার-চরণখানি।

সপ্ত চাঁদের নিরিখ্ তারিখ্ তাও যে এলো ঘুরে
পক্ষীরাজের ধবল পাখা কাঁপ্‌ছে কি ঐ দূরে ?
কাজ নেই আর রাজ্য জিতে কাজ কি সিংহাসনে ?
যেমন ছিলে তেমনি এসো পালিয়ে যাবো বনে
শাহান্‌শাহের দৃষ্টি যেথা পৌঁছবেনা আর
আনার ঘেরা পাতার ঘরে থাক্‌বো চমৎকার !

আঙুর তুলে ডালিম পেড়ে তোমায় দেবো খেতে
গুল্‌বসোরার পাঁপ্‌ড়ি দিয়ে রাখ্‌বো শয়ন পেতে
দিন দুনিয়ার মালিক যিনি তাঁরেই শুধু মানি
আস্‌বে তুমি, আস্‌বে তুমি, আস্‌বে তুমি জানি
ঐ কি তোমার সোণায় বোনা জোব্বা ওড়ে দূরে
ঐ কি জলুস্ ঝলক্ লাগায় কিরীট কোহিনূরে ?

ঐ কি তোমার সে মুখখানি রাঙা মেঘের পুরে
পক্ষীরাজের শুভ্র পাখা আস্‌ছে কি ঐ উড়ে ?

চাষার মেয়ের ব্যথা

চাষাণী!
তাই ব'লে নইতো পাষাণী
ক'রনু বা দোষ
সাজা যে দ্বিগুণ বেশী
এই আপ্‌শোষ্‌!

দিইনি তো গালাগালি সাধ ক'রে
সেদিন যে পড়্‌সীরা ছিল মোর দোরে
তাই দিনু গালি
সবাকার চোখে দিতে ধূলি আর বালি
আর কয় দিন
ঝুলন্‌ শ্রীপঞ্চমী দশমী ও দোল
দিন চার তিন
কইনি যে কথা আর ফিরে গেছে এসে
সেও মোর দোষ নয় ছিল যে কারণ
সোহাগ ছিল যে ভরা বেজারের বেশে

সেই থেকে কি যে হ'ল দেয়না সে সাড়া
সব ঠেকে ফাঁক্‌ ফাঁক্‌
মনে হয় প্রাণ যাক্‌

সারা রাত কেঁদে কেঁদে সারা
সেই থেকে নামিনিক পুকুরের জলে
বাড়াইনি হাত আর ফলে
আম জাম জামরুল জমে গাছ তলে
সেই থেকে উঠে গেছে সাঁঝ জ্বালা পাট
সইদের সাথে যাওয়া ঘাট
ডালা নিয়ে যাইনাক হাট
মেলিতে পসার
সেই থেকে বাঁধিনিক চুল
ছুঁইনিক একটিও ফুল
যূঁই বেল শিউলি বকুল
ঝ'রে ঝ'রে হ'য়েছে পাহাড়।

তাই ব'লে ছাড়বো না মান
হয় হ'ক্ ছারখার প্রাণ!
মুইও যে অভিমানে ফাটী
বোঝাবো তা তা'রে আমি
ক'রে পরিপাটী।

একবারও তার দিকে তাকাবনা ফিরে
দৈবাৎ পেলে দেখা পরবে মেলায়
কিম্বা সে যাত্রার ভিড়ে

ঘোমটায় ঢেকে নেবো মুখ
অভিমানে কড়া করি বুক
চ'লে যাব সিধে
চাইব না একবারও ফিরে
শুধু যাবো বিঁধে।

যদি আসে নদী তীরে
ডুব্ দেবো জলে
যদি আসে মন্দিরে
রূপ নেবো ছলে।
ক্ষেতে এলে কাজ ফেলে
পালাবো তখন
বাঁধা বটতলে নয়
অশোকের বন।
অশথ্ তলায় এলে
ছুট্ দেবো ঘর
ঘরে এলে পাক্‌শালে
নেবো অবসর।

ঘুলঘুলি কাছে এলে
ফেলে দেবো ঝাঁপি
ওথ্‌লানো কান্নায়
বুকে নেবো চাপি।
সেই চাপে চেপে যাবে বুঝি নিঃশ্বাস
ভেঙ্গে হবে খান্ খান্ বক্ষেরি আশ।

একদিন হবে তার সব বোঝাপাড়া
ভুলবোনা কক্ষণো ! হাস্‌বে সে—
—যবে খেয়ে মোর কাছে তাড়া
এবার কঠিন হবো গ'লবনা আর
দূরে দূর রব স'রে চোখে চোখে হ'লে
ছ'চোখ নামাবো ঝট্, পাবে না সে পার
বেদনায় টন্ টন্ করে সারা বুক
তবুও তামাসা করি মুখে থাকে লেগে
সুখে ভরা সেই হাসিটুক
চাষাদের বোন্ আমি চাষাদের মেয়ে
নিতে জানি মন ঘর পাষাণেতে ছেয়ে।

অভিঘাত

নিলাজ অবোধ কত কি ব'লেছি
ব'লেছি যে নির্মমম
সে সব বলা যে ফিরে এসে বাজে
মোরই বুকে প্রিয়তম !
যত কাঁটা দিয়ে আগুলি রেখেছি
এ ভাঙ্গা ঘরের দ্বার
তত কাঁটা বেঁধে আমারই বক্ষে
অনুখণ অনিবার।
যতই সভয়ে প্রাচীর তুলিয়া
আড়াল রচিয়া চলি
তত গুরুভার পাষাণের চাপে
আপন হিয়ায় দলি।
যত বিরহের সাগর বওয়াই
মিলন বেলার বনে
ওগো তত বড় ব্যথার সাগর
সহ্য করি এ মনে।
যত অভিঘাত ক'রেছি তোমায়
কদম কেশর ছুঁড়ে
তত রোমাঞ্চ শিহরি রয়েছে
আমার এ দেহ জুড়ে।

যত বেদনার আবীর গুলিয়া
ঢেলেছি তোমার গায়
এ চোখ ফাটিয়া তত ঝ'রে প'ড়ে
অশ্রুর শোণিমায়।

দোল

নিলাজ অবোধ কত কি বলিয়া আমারে
বারবার তব দুয়ার হইতে ফিরালে
তাই আছি স'রে যাই না তোমার ওধারে
দেখে নিই শুধু পথে পথে আর আড়ালে।

এখন আমারে নিদয় বলা সে সাজে কি ?
বারণ ক'রেছ তাই আছি দূরে গোপনে
তার ছেঁড়া তার আঘাতে আবার বাজে কি ?
থাকি নিশিদিন উদাসীন একা স্বপনে।

থামাও তোমার কঙ্কণ কিনিকিনি সে
নব মোহে আর ফেলোনাক মোরে মোহিয়া
নুপূর বিহীন ও পায়ে নুপূর জিনি সে
কি সুর বাজাও ? হৃদয় দহিয়া দহিয়া।

ওগো ও নিদয়া নিঠুরা করুণা বিহীনা
চেয়োনাক আর ঘন কালো আঁখি তুলিয়া
থামাও ও হাসি থামাও হাতের ও বীণা
তোলো কুন্তল লুটায় ভুলিয়া খুলিয়া।

তখন বলিতে জ্বালাই যে দিবা রজনী
রাঙা মুখ আর ছল্ ছল্ চোখ লুকাতে
মিছামিছি রাগে ফুলাতে আনন স্বজনী
হওনিকি সুখী এ হেন আপদ চুকাতে।

জ্বালাতন আর করেনা তো কেউ আসিয়া
সময় নষ্ট করেনা তো দিন দুপুরে
মিছামিছি দেরী করে নাক কাজে হাসিয়া
বারবার জলে টানেনা কানন পুকুরে

সারানিশি ধরি সঙ্গীত করি রচনা
দুয়ারে তোমার নিদ্রা বিহীন নয়নে
ফেরে না তো কেউ গাহিয়া প্রলাপ কত না
তাই ভেবেছিনু সুখে আছ ফুল শয়নে।

উৎসবে আর যাত্রা পূজায় পরবে
হাজার লোকের বিদ্রুপ হাসি চাহনি
তোমায় আমায় ঘিরিয়া ফিরিত গরবে
রাগ ক'রে তাই কতদিন কথা কহনি।

পথে ঘাটে যেতে ঘরে পরে নিজ ভবনে
লাঞ্ছনা নব নিত্য উঠিতে বসিতে
কত উপহাস উছলি উঠিতে পবনে
পাণ থেকে চূণ খসিতে কি বা না খসিতে।

রাগে অভিমানে অধীর হইয়া কাঁপিত
অঞ্চল তব চঞ্চল নীল নিচোলে
চোখে জল আর মুখে মৃদু হাসি ছাপিত
উদ্বেল বুকে ঘন নিঃশ্বাস হিলোলে

সেই হাসা কাঁদা এক সাথে দেখি পুলকে
বনান্ত হ'ত নীলারুণ তারই ছায়াতে
নব মালতীর মঞ্জরী কালো অলকে
সাঁদায় কালোয় মিলাতে আপন মায়াতে।

এখন তো আর সহিতে হয় না এ সবে
নাই জ্বালাতন নাই লাঞ্ছনা ভাবনা
সচকিত লাজে নাহিক শিহরি নীরবে
বারবার সেই চমকি চাওয়ার যাতনা।

আবার কি সখি সাধ হ'ল হ'তে জ্বালাতন ?
ভেবেছিনু সুখে শান্তিতে আছ ভুলিয়া
নিঠুর বলিয়া বিধুর করিলে প্রাণ মন
তাইতো মরমী ! দিতে হ'ল মন খুলিয়া

থেমেছিল দোল রঙ দোলে আর ঝুলনে
বাদলে কেয়ায় দোলন চাঁপায় হেরি না
মধু-দিনে নেবু মাধবী ডালিম ফুলনে
জ্যোস্ন নিশায় বন উপবন ফিরি না।

আবার কেন গো শ্রাবণ দোলায় দোলালে
ঝুলন্ লাগালে নীপবনে নব করুণে
পলাশে পাটলে পারুলে আবীর গোলালে
বসন্ত ফের জাগালে অশোক অরুণে।

আরতি।

বনবিথী ছেয়ে গেছে ঝরা ফুলে আজ
গোলাপ চামেলী চাঁপা আর গন্ধরাজ
নব বন মল্লিকা পারুল আকুল
ছেয়ে আছে ঝরা ফুলে বন-তরুমূল।

বন্ধুর প্রচ্ছন্ন পথ এ গিরি শিখর
নিবিড় অটবী ঘন নিজন ভূধর
এ হেন গহন বনে ঝরা ফুল ছলে
কে পূজেছে বিশ্বনাথে ? কোন্ তপোবলে ?

এ বিশ্বমন্দির মাঝে বিশ্বেশের পায়
প্রকৃতী কি এই পূজা নিয়ত জোগায় ?
বাতাস সুবাস ভারে ছেয়েছে বনানী
অগুরু চন্দন যেন কে জ্বালিল আনি—

যেন কত হ'য়ে গেছে পূজার আরতি
নিখিল মানসে ঝরে ভোগের বিরতি
তাই ভরে বনভূমি কামনার স্তূপে
ঝরা চাঁপা শেফালিকা চামেলীর রূপে।

কেমনে।

যা আছে হৃদয়ে গোপনে
নিভৃত শয়ন স্বপনে
কেমনে ভরে তা ভুবনে
বয় যে পবনে পবনে
স্বনন্ স্বনন্ স্বননে
সাগরে শিখরে গহনে
ঝরণায় নাচে
প্রাণে যা আমার লুকান আছে।

কেমনে তা ঝরে বচনে
এই কেশ বেশ রচনে
হাসিতে কাঁদিতে চাওয়াতে
বলানা বলিতে হাওয়াতে
আঁচলে ঝলে
যা আছে লুকান মরম তলে।

যা আমি রেখেছি গোপনে ঢেকে
শোণিতে শোণিতে শোণিতে এঁকে
কেমনে তা আসে বাহিরিয়া
জগতে পরাণ আহরিয়া
চোখের তারায় তারায় ভাসে
যা আমি রেখেছি হৃদয় পাশে।

ওগো আমি তো জানি না কেমনে তারে
লুকাবো তাহারে কোথা নিয়ে গিয়ে
কিসের পারে
ওঠে তা আকুলি উচ্ছলি
নদী কল্লোলে কল্লোলি
ঝরিছে ভরিছে উথলিছে সে যে কলম্বনে
কে জানে কেমনে অঙ্গে ফোটে তা
সকল ক্ষণে।

কেমনে হাসে তা তারায় মেঘে
রবিতে শশীতে ওঠে যে জেগে
চুড়ির চমকে বাজিয়া ওঠে
কুসুমের সাথে কেমনে ফোটে
লতায় গাছে
মনে যা আমার লুকান আছে।

মরু।

কাঁদিনি তো একটুও আজ
সব কাঁদা কায় মনে
রেখেছি যে সযতনে
সেজেছি যে মরুভূর সাজ।

মাঝে মাঝে ভিজেছিল চোখ
রুধেছি সে বেদনার
উদ্গত জলভার
অবরোধ ক'রেছি দ্যুলোক।

তাই আজ বেদন গরলে
নীল হ'য়ে উঠেছি যে
ঝ'রে গিয়ে ফুটেছি যে
সুধা বিষে গভীরে তরলে।

সে নেশায় ভেঙ্গেছে আগল
কাণায় কাণায় পূরা
কান্নার তীব্র সুরা
সুরে আজ ভ'রেছে পাগল।

পরিপূর্ণ পাত্রখানি নিয়ে
উচ্ছ্বসিত কান্নার
গরলের পান্নার
নিঃশেষ করিয়াছি পিয়ে।

বিষে তনু জ্বলে অনিমেষ
ধূ ধূ মরু বালি ওড়ে
শূন্য পাত্র আছে প'ড়ে
পান ক'রে ক'রেছি নিঃশেষ।

একটু।

মালায় তোমার অনেক কুসুম আছে
একটী আমায় ক'রো
বালায় অনেক পান্না নীলা নাচে
একটু আমায় ভ'রো।
কুন্তলেতে চূর্ণ অলক কত
ছু'খেই ক'রো মোরে
ঐ কপোলে উড়্বো অবিরত
সুধার চির ঘোরে।
আঁচল অনেক চুম্‌কি তারায় ভরা
একটী তারা ক'রো
কাজল চোখে চাউনি অনেক হরা
একটু আমায় হ'রো।
বীণায় তোমার অনেক বাজে তার
বারেক বেজো জোরে
হিয়ায় তোমার অনেক মনের ভার
তিলেক ভেবো মোরে।
বসন বাসে অনেক রঙের মিল
কম্‌লা-গুলাল্ ছায়া
আমায় রেখো একটু যেথায় নীল
জড়ায় তোমার কায়া।

পায়ের লোটে অনেক উত্তরীয়
লুট্‌তে পথের কাদা
আমার চাদর ছিন্ন মলিন প্রিয়
মাড়িও তবু আধা
মনে তোমার অনেক গানই আছে
বারেক আমায় গেয়ো
বনে তোমার অনেক চাওয়া গাছে
তিলেক আমায় চেয়ো
অনেক কাঁদা তোমার লাগি কাঁদে
অনেক আঁখি পাতে
একটু তবু কাঁদিও বালুর বাঁধে—
কাঁদিও আমায় রাতে।

জলের মালা।

১

হঠাৎ আমার হাত থেকে সই
প'ড়ল টুটে মতির মালা
উঠ্‌লো ফুটে তার মাঝে ওই
অনেক প্রাণের অনেক জ্বালা
না, না, ও ভাই কুড়িওনা তায়
পরিওনা আর সূতায় তারে
এই সে ব্যথা দেখ্‌নু যা হায়
ধূপ্‌ছায়া রং নদীর ধারে
এ সেই কাঁদন যেমন কাঁদা
সাগর বেলায় আছড়ে পড়ে
রামধনুকের রংএর বাঁধা
হাসির ছলে অশ্রু ধরে।

যে ফুলমালা সেদিন সবাই
মাড়িয়েছিল খেলাচ্ছলে
সেই দলনের বিষম ব্যথা
জড়িয়ে এটীর বুকের তলে

এইটী প্রাণের আকুল তিয়াস
জ্যোস্না ধারায় দেখায় খুলে
ঠিক যেন সেই দীর্ঘনিশ্বাস্
শুনৃনু যা সেই পিয়াল মূলে
এর হাসি কেউ চিনিস্ কিরে
যেমন হাসি সেদিন রাতে
অন্ধকারের বক্ষ চিরে
বেরিয়ে এলো তড়িৎ ঘাতে।

৬

রাতের জড় কেয়ার পরাগ
ভোরের দিকে হেলায় লুটে
তেমনি তর করুণ চাওয়া
জড়িয়ে এটীর হৃদয়পুটে
শান্ত হাসির বেদন এতে
দেখ্নু যা সেই চ'ল্‌তে পথে
বন্যবালায় ডাক্‌লো যেতে
যে জন ছিল সোণার রথে
যায়নি বালা সোণার দোলায়
রইল ধূলায় ভিখির লাগি
সেই ব্যথা এ, তেমনি ব্যাকুল
আজও বনের বালায় মাগি।

৪

জ্যোস্না গহন বকুল তলায়
মল্লিবনে বেলের বুকে
কেবল চেয়ে লুকিয়ে পালায়
যেই সুরভি করুণ মুখে—
এই কি সে নয়? ঠিক্ যে তারি
চাওয়ার মত চাউনি নিয়ে
ধ'রছে হাতে অশ্রু ভারি
মুখর তাহার দু'আঁখ দিয়ে।
এইটী গুলাল্ বেদন রাঙা
আহা চোখেয় যায় না দেখা
প'ড়ছে মনে? সেই যে ভাঙ্গা—
—সেতার নিয়ে বাউল একা?

৫

এটীর মাঝে বলার অতীত
সেই অভিমান গোপন ব্যথা
তাঁরই মত হায় গো আমি
যাঁর সাথে আর কইনা কথা
যে জন ভুলেও যায় না সেদিক
যে দিক্ দিয়ে চ'লব আমি
শুখ্‌নো চোখের রোদন এ তাঁর
'আস্‌বে না কি ধারায় নামি?

জহর চাঁপার পাঁপড়ি ছিঁড়ে
সবাই যখন গুণ্‌লো তরী
সেই ব্যথা এ, ও বুক চিরে
দাগ প'ড়েছে মরি মরি।

৬

এ সেই হাসি যেমন তর
অলঙ্কারের জমক ঝাঁকে
প্রাণের গোপন বিষম ব্যথা
চম্‌কে ওঠে হাসির ফাঁকে
হায় কি হ'লো মতির শরীর
ভ'রল এসে হাজার হিয়ে
ঠিক্ যেন সেই গল্প পরীর
জড়েয় জীবন উঠলো জিয়ে
হঠাৎ আমার চোখ থেকে সই
ঝ'রল ভুলে জলের মালা
প'ড়ল খুলে তার মাঝে ওই
ছন্দ গানের বন্ধ তালা।

৭

মণির মালা নাইকো আমার
দীন যে আমি অকূল কূলে
ফুলের মালা একটী ছিল
কে নিয়েছে কখন তুলে।

"জলের মালা" আছে আমার
সবার তরে সবার তরে
গাঁথি যে তায় বিনি সূতায়
নয়ন ভরে নয়ন ভরে
আজ শিশিরের মালায় মালায়
রূপ নিয়েছে "জলের মালা"
আজ নয়নের ধারায় ধারায়
সবার পায়ে তারেই ঢালা।

যদি

শুধু যদি চেয়ে দেখি
শুধু যদি চেয়ে রই
বলো ওগো দোষ সে কি
কথা যদি নাই কই ?

যদি তব পাশ দিয়ে
এক পথে আসি যাই
ও বেশের বাস নিয়ে
যে বাতাস তাই চাই।

মন্দিরে নদী তীরে
উৎসবে অভিনয়ে
কোলাহল ভরা ভিড়ে
কুতূহল লাজ ভয়ে

যদি কাছে পড় এসে
যদি তব অঞ্চল
ছোঁয় যদি মোর কেশে
সুরভি সচঞ্চল

দোষ তাতে আছে রাণি
শাস্ত্রে কি আছে মানা ?
তাই নিয়ে কাণা কাণি
জানা জানি হবে নানা ?

পরাগ কি সেই কথা
বলিবে অলির কাণে
ফুল কি গো সে বারতা
তরুরে বলিবে গানে ?

বিটপী কি ব'লে দেবে
নভ ছুয়ে নীলীমায়
তারকা কি জানাবে তা
গোপনে চাঁদের পায় ?

শুধু যদি চেয়ে থাকি
শুধু যদি চেয়ে রই—
অপরাধ হবে তা কি
কথা যদি নাই কই।

যাবার বেলা

সব তো আমি দিয়ে যাবো যাবার বেলায়
ব্যথায় দেবো কোন গহনে কিসের মেলায়
ভাসিয়ে দেবো কোন সাগরে
কোন নদীতে কোন লহরে
ছড়িয়ে দেবো কোন আকাশে
কোন অবেলায়?
মধু মাসের মহোৎসবে
কিম্বা ঘন শ্রাবণ যবে
কোন বিতানে কিসের বনে কিসের খেলায়
ব্যথায় আমার দেবো কোথায় যাবার বেলায়?

ছিন্ন আঁচল খানি
জড়িয়ে দিয়ে যাবো না হয়
কাঙ্গাল শিশুর গায়ে
শুখনো মালা আনি
ফিরিয়ে দিয়ে যাবো না হয়
তমাল তরুর পায়ে
আমার হাতের সোণার কাঁকণ
হয়তো পাবে অনেক যতন
ভিখারিণীর হাতে
গরীব মেয়ের রুক্ষ চুলে
পরাবো মোর খোঁপার ফুলে
যাবার আগের রাতে
কেবল আমার বেদন খানি
দেবো গো কার হাতে
কে নেবে তা যতন ক'রে
করুণ আঁখি পাতে ?

তার ছেঁড়া এই সেতার খানি
সুর ভরা সে তবুও জানি
পথের বাউল ডেকে
রাখবে তারে গানের পাগল
হয় তো বুকে ঢেকে

কেবল আমার বেদন কারে
ক'রব সমর্পণ ?
কে নেবে তা আপনি এসে
বুলিয়ে গভীর মন ?

ব্যথা আমার বিলিয়ে দেবো কারে ?
যাবার বেলা, যাবো যখন পারে ?
কাণের এ তুল ঝুলিয়ে দেবো ডালে
হারের দোলন তুলিয়ে যাবো তালে
শিরীষ বকুল সহকারের বুকে
তাবিজ না হয় বেঁধেই যাবো সুখে
মাধবী আর মল্লি'বণের হাতে
ফুলের মালা পরিয়ে দেবো রাতে
চুপি চুপি তমাল তরুর গলে
ব্যথায় আমার দিয়ে যাবো কারে
কাহার পায়ের তলে ?

হায় যদি বা হ'ত অসি
নয়তো হ'ত বাঁশী
হয়তো তবে নিতো সবাই
কতই ভালবাসি

হায় গো এযে ব্যথা
না জানে সে রাগ রাগিণী
না জানে সে কথা
না আছে তার দ্বেষের বিজয়
তীক্ষ্ণ অসির মত
কেবল মনে মন অভিনয়
কুসুম নিয়ে যত
(আর) জড়িয়ে মোরে থাকে
এমন আমার সাধের ব্যথা
দেবো আমি কা'কে ?

যখন আমার আস্‌বে শেষের রাত
মরণ এসে সোহাগ চুমে ছাইবে আঁখিপাত
সব তো তখন বিলিয়ে যাবো
সবার পায়ে সুখে
বেদন আবীর ছড়িয়ে দেবো
কার মুখে কার বুকে ?
কার হাতে হায় দেবো নিরালায়
চির দিনের ব্যথা আমার যাবার অবেলায় ?

খেলা

খেলা

এই লুকাতে তুমিই জানো
জানে না কেউ আর
বেশতো এবার দেখেই মানো
কে পায় বা কার পার ?
কখনো তুমি টোপর পরো
কখনো পরো জটা
অবাক্ আমি এ কি তোমার
গোপন বেশের ঘটা।
এবার দেখো তোমায় আমি
ঠকিয়ে দেবো ঠিক
খুঁজ্‌তে গিয়ে আমায়—তোমার
হারিয়ে যাবে দিক্।

যখন তুমি আড়াল থেকে
দেখ্‌বে আমার চোখে
এ চোখ তখন পাঠিয়ে দেবো
কালো মেঘের লোকে।

লুকিয়ে যখন শুন্‌বে হাসি
আর রবে না কেউ
অম্‌নি সে হাস দৌড়ে আসি
মিল্‌বে হ'য়ে ঢেউ !

ওহে চতুর ! চাইবে যখন
অশ্রু লাগা গালে
শিশির মাখা শিউলি হ'য়ে
ফুট্‌বে সে গাল ডালে !
কখন তুমি ফকির সাজো
কখন সাজো রাজা
নিত্যি আমায় জব্দ করো
এবার পাবে সাজা
চোখের মণি যেম্‌নি তোমায়
ধ'রবে মুকুর পারা
অম্‌ণি মণি ফুট্‌বে হ'য়ে
নীল আকাশের তারা ।

যেম্‌নি আমার সুনীল আঁচল
ধ'রতে যাবে করে
নীলাম্বরী মিল্‌বে কাজল
সজল মেঘের থরে

তুমি তখন কেমন ক'রে
   চিন্‌বে আমায় কও ?
আকাশ থেকে ব'লব তোমায়
   জব্দ এবার নও ?

গাই যদি গান লুকিয়ে যদি
   শুন্‌তে আসো ছলে
অম্‌নি সে গান উজিয়ে যাবে
   জ্যোস্না মাখা জলে
কখনো দেখি ছিন্ন চীরে
   কখন মোহন বেশ
কখনো মনের উছাস আবেগ
   কখনো মনের শেষ
যেমনি তুমি হাত বাড়াবে
   ফুল পরাতে চুলে
অম্‌নি এ কেশ মিলিয়ে যাবে
   শৈল শ্যামের কূলে।

লুকিয়ে যখন দেখবে সখা
   চাইবে আমার মুখে
অম্‌নি এ মুখ মিলিয়ে যাবে
   মল্লি চাঁপার বুকে।

অবাক্ হ'য়ে দেখবে তুমি
মল্লি চাঁপার বুক
কেমন ক'রে চিন্‌বে তখন
আমার কালো মুখ ?

শুন্‌তে আমার কথার কলোল্
আস্‌বে ছু'পা টীপে
অম্‌নি কথা উছলে যাবে
ঝর্‌ণা কেয়ায় নাপে
কখনো দাতা ভিখারী হ'য়ে
কখনো পাতো হাত
কখনো সাজো প্রভাত তুমি
কখনো সাজো রাত
কেমন ক'রে বুঝবো সখা
চিন্‌বো কেমন ক'রে
আমিও এবার এই লুকানু
আর পাবে না মোরে।

শ্রীরামকৃষ্ট

নব দুর্ব্বাদল শ্যাম ধরণী ভরিয়া
তরুলতা গিরিবনে পড়িছে ঝরিয়া
সবুজ এ চরাচর শ্রীরামের তনু
ছানিয়া লাবণি নিল অবনীর অণু

শূন্যে শুধু ঘন নীল অসীম গগন
নব নীল কান্তমণি নয়ন লোভন
কৃষ্টের বরণ ছানি গড়ে আপনায়
জিনি ইন্দ্র নাল কান্তি নভ নীলীমায়

বিচিত্র বরণ ওই মেঘে আর ফুলে
শ্রীরাধা সীতার ছবি নিত্য ওঠে দুলে
রাম আর কিষণের মিলন-বিকাশ
সবুজে সুনীলে ভরা ভুবন-আকাশ।

নেশা

করার নেশায় যখন করা কাজ
লাভের তরে নয়
সাজার সুখে যখন সখের সাজ
নয় ক'রতে জয়।
ভাবের আবেশ ছন্দ যখন লেখে
নয় জানাতে জ্ঞান
সফল জীবন যায় সে তখন রেখে
আথর ভরা ধ্যান
গতির সুখে যখন ছোঁওয়া চাঁদ
নয়কো সুধার লোভ
গড়ার সুখে যখন গড়ি ছাঁদ
নয়কো ক্ষুধার ক্ষোভ
দেওয়ার সাধে দান এই ছেঁড়া চীর
নয়কো আশীষ চাই
যাওয়ার সুখে—নয়কো চেয়ে তীর
যখন তরী বাই।
ফোটার নেশায় যখন ফোটে ফুল
ফলের আশায় নয়
প্রাণের টানে—নয়কো রূপের ভুল
—যে প্রেম পরিচয়।

ভাঙ্গার নেশায় হৃদয় যখন ভাঙ্গা
জোড়ার তরে নয়
তখন আমার ভাঙ্গার মাঝে তোমার
রাঙা চরণ রয়

সাবধানী

মাধবী নিশায় উঁকি মারে আশা
তাই রুধিয়াছি দ্বার
ফুলের সুবাসে স্মিরিতির ভাষা
তাই ছিঁড়ি ফুল হার।
সুনীল সুঘন নীরদ মালায়
মিনতি গভীর আঁখি
তাইতো নয়ন গগনে মেলিনা
নিয়ত আনত রাখি।
শুকতারা আনে পূজার প্রসাদ
হোমের পুণ্য জ্যোতি
উষার আভাস দেখি নাক তাই
চোখ মুদে করি নতি।

আস্‌মানে ধানী জাফ্‌রাণী রঙ
সোহাগ ছড়ায়ে যায়
গোধূলির ধূলা সাধ ক'রে তাই
চক্ষে ফেলেছি হায় ।
কান্না উজানে ভেসে যদি যাই
তোমার নদীর তীর
হাস্যের মরু রচিয়াছি তাই
রুধিয়া নয়ন নীর ।
কুসুম ফোটায় ফুটে উঠে পাছে
যা কিছু না বলা আশ
তাড়াতাড়ি তাই দু'হাতে ছিঁড়েছি
তুলিয়া কুঁড়ির রাশ ।
স্বপন দুয়ারে পাষাণ আগল
যতনে তুলেছি আজ
হ'য়ে আছি বড় সাবধানী—নিয়ে
—যত রাজ্যের কাজ ।

উপহার

ফুলেফুলে ভ'রে আসে চিঠি
দিকে দিকে ধরা পড়ে দিঠি
এতটুকু ফাঁক নাই তার
সরোবরে গেঁথে রাখো মালা
সৈকতে মুকুতার বালা
পাঠাও যে কত উপহার!
কূলে কূলে জোড়া অনুরাগ
শাখে শাখে তোড়ার সোহাগ
কিশলয়ে ইসারা দোলায়
নির্ঝরে হীরা হার চুড়
গিরি বনে কেয়ুর নুপুর
মণিচুণি মনঃ শিলায়
ঝ'রে পড়ে আদর অমিয়
বরষায় ওগো রমণীয়
কেয়া বাস চাদর উড়ায়
রাতে রাতে গভীর যতন
আঁখি পাতে আনে যে স্বপন
কান্নায় হৃদয় জুড়ায়
মাঠে মাঠে রেখে যাও স্মৃতি
ঘাটে ঘাটে এঁকে যাও প্রীতী
ছড়াও যে তৃষা পথময়

কোরকেতে বেঁধে যাও আশা
সেধে নাও সব ভালবাসা
কোকিলেতে গলা ক'রে লয়

মর্ম্মব্যথা

লাল কি সবুজ যে রঙ ছোপাই
সব হ'য়ে যায় নীল
বকুল কেতক যে বন তাকাই
এক আকাশের মিল
মেঘ্না রেবা শিপ্রা কেবা
সব যমুনাময়
শিরীষ শিমুল অশোক হিঙ্গুল
সব যে তমাল হয়
পূব্ কি দখিন্ যেদিক্ চলি
বৃন্দাবনের পথ
যা যায়, আমার মর্ম্মদলি
অক্রুরেরই রথ !

উৎসব শেষে

এখনো নেভেনি আলো
এখনো থামেনি গান
এখনো যে উৎসব
হয়নিক অবসান
দোলান ফুলের মালা
নব শাখা সহকার
মখ্‌মল্‌ সুকোমল
সুখাসন বসিবার
ঘুঙ্গুর নুপূর ধ্বনি
কঙ্কণের কন্‌কন্‌
থামেনিক মৃদুমধু
আলাপের গুঞ্জন
ফুলে ফুলে ছড়াছড়ি
গৃহদ্বার অঙ্গন
কত ছেঁড়া মালা আর
আল্‌তার অঙ্কন
কস্তুরী চূয়া আর
চন্দন মাখা পান
প'ড়ে আছে রেকাবীতে
ভরা কত হাসিগান

উড়ে আসে তবকের
　সোণালী রূপালী পাত
বেজে গেলো বাজনায়
　স'দুই প্রহর রাত।
সাজান যে থরে থরে
　দালানে ও দোতালায়
শীতল-গোলাপ জল
　নীল লাল পিয়ালায়।
ঘরে ঘরে বায়ু ভরে
　বেনারসী সল্‌মার
দেখা যায় আঁচলা সে
　চুম্‌কীর ওড়নার।
সুরভিত-কবরীর
　খসেনিক-বন্ধন
শয্যায় বিমথিত
　হয়নিক চন্দন।
কজ্জল এখনো যে
　উজ্জ্বল নয়নে
হয়নিক অঞ্চল
　চঞ্চল শয়নে—
এখনো থামেনি ওগো
　প্রীতা সুখ বিনিময়

মিলায়নি গালে রাগ
লজ্জার অভিজয়
ভোর হ'তে আছে দেরী
এখনো যে ঘোর ঘোর
ছড়াছড়ি ছেঁড়া ছেড়ি
বিদায়ের ফুল-ডোর!

কৃষ্টবলরাঃ

ঘন কালো পাহাড়ের
চিকুর চিকণ
বনরাজি নীল
তায় গায়ে সাদা মেঘ
তুলার মতন
অপরূপ মিল

সোণালী শরতে যেন
মিলে দুটী ভাই
ধবল শ্যামল
যেন করে কোলাকুলি
কানাই বলাই
শোভা সুবিমল

সাদায় কালোয় আর
বাঁশীতে শিঙায়
কানু বলরাম
মেঘেবাজে শিঙা—বেণু
দোয়েল ফিঙায়
সাধে রাধা নাম!

পাথেয়

ওগো পথিক! কি নিয়ে পার হবে
তেপান্তরের ছায়া বিহীন মাঠ—
পথে তোমার চরণ দুটী যবে
চাইবে যেতে কুসুম গাঁয়ের হাট
কোথায় তখন মিল্‌বে তোমার কড়ি?
যান বাহনে কিম্বা যাবে রথে?
পয়সা বিনা জুটবে তা কি করি?
আহার তোমার? কে দেবে তা পথে?
শূন্য হাতে এই চলিলে বুঝি?
জানো পথিক! পাথেয় নাই যার
নাইকো যাহার অনেক কিছু পুঁজি
পদে পদে দুঃখ আছে তার
পদে পদেই লজ্জা অপমান
ক'রবে তোমায় অভিবাদন হেসে
ঘাটে ঘাটে অপযশের গান
ক'রবে বরণ নিত্য নব বেশে!
পথে পথে কাঁটার নূপুর জানি
বাজ্‌বে পায়ে বিষম বেদনায়
ছায়ায় ছায়ায় গ্লানির মুকুটখানি
মাথা তোমার ছাইবে যাতনায়।

হাস্‌ছো পথিক দেখিয়ে হৃদয়খানি
 হাত ছু'টী হায় রেখে বুকের পরে
পাথেয় সে আছে তোমার মানি।
 বুকের মাঝে হিয়ার থরে থরে
কিন্তু প্রাণে লুকিয়ে যা, তা, দিয়ে
 কেমন ক'রে কিন্‌বে জিনিষ ভাই ?
পথিক বলে "কেনা আমার হিয়ে।
 কেনা আছে সব যে আমার তাই!
সেই পাথেয় বুকের মাঝেই আছে
 তা ছাড়া আর নাইকো কিছু হাতে
পথই দেবে আহার গাছে গাছে।
 ঘর হ'য়ে সে ঠাঁই দেবে গো রাতে
পারের কড়ি সেই জোগাবে মোর
 তৃষার বার নদীই দেবে চিনে
যে জন কেনা চির জীবন ভোর
 পাথেয় তার নিয়েছে সে কিনে!"

বিনিময়

আমায় তুমি দিছ্‌লে হাসি
আমি তোমার কান্না
তুমি দিলে সুখের বাঁশী
আমি ব্যথায় পান্না
তুমি আমায় দিছ্‌লে আলো
আমি তোমায় অন্ধকার
তুমি আমায় বাস্‌লে ভালো
আমি ফেরাই বারংবার
শূন্য আমি ক'রনু তোমায়
তুমি আমায় সাজালে
ছিন্ন আমি ক'রনু ও তার
তুমি আমায় বাজালে
তুমি আমায় অশেষ দানে
অসীম মাঝে আন্‌লে যে
আমি তোমায় ক'রনু ক্ষতুর
সীমা আমার মান্‌লে যে
তুমি আমায় পথ দেখালে
আমি যে পথ ভোলানু
থামালে মোর বুকের দোলন
আমিও বুক দোলানু

কেবল সখা শেষের বেলায়
আমি দিলেম নাম যে
হে উদ্দাম ! ডোবালে নাম
ভালবাসার দাম যে !

অতনু

নিজ হাতে নিজ হাত যদি লাগে
কি চমৎকাই
আপন অঙ্গে আপন পরশ
সহেনা তাই !
পরখণে হায় লজ্জায় মরি
কি ভ্রম হায়
রাঙা হয় মুখ, তুরু তুরু বুক
শিহরে কায়
প্রাণে আছে মিশে, আছে দশদিশে
জেনেছি তাই
অঙ্গে আছেন জানিনু সে কথা
পরশ পাই

আন্‌মনে নিজ মুখ, নিজে ছুঁয়ে
কি চম্‌কাই
আরক্ত মুখ লুকাই ত্বরায়
আঁধারে যাই !

পথে

মনে হয় যাই যাই
যেতে যেতে ফিরি
পথরয় আগুলিয়া
সীমাহীন গিরি !
সেই পথে যেতে সাড়ী
লতাধরে চেপে
সে পথের ধুলি যত
কাঁটা হ'ল মেপে
কণ্ঠের স্বর সেও
বাদসাধে মোরে
দুরু দুরু করে বুক
বাধা দেয় জোরে

মনে করি যাই যাই
যেতে নাহি পারি
দুইপায়ে কে চাপালে
পাথরের ভারী
সেই পথে যেতে গেলে
নীলাকাশ ঘিরে
কোথা হ'তে কালোমেঘ
জমে ওঠে ধীরে
ঘন ঘন গরজন
ঝর ঝর ধারা
যত বাজ মোর শিরে
হ'তে চায় হারা !
হায় সেই পথে যেতে
যত তরু আছে
প্রহরীর মত যেন
ফেরে কাছে কাছে
ফুলগুলো খিল্ খিল্
হেসেদেয় বাধা
সেইরবে চমকিয়া
চাঁদওঠে আধা
ছুঁয়ে ঝরা যত ফুল

পায়ে এসে ধরে
পৃথিবীর যত বাধা
সেই পথে ভরে !

ব্যর্থ-জন্ম

সার্থক মম, সে তৃণ জনম
পেণু অনুখণ
পায়ের চাপ
পাখীর জন্ম, ধন্য হে মম
করায়ে শ্রবণ
কূজনালাপ

শবরী জনম, জেনো প্রিয়তম
চিরসার্থক
হ'য়েছে মোর
ঘন অরণ্যে, সেবিনু বিজনে
হে ব্যাধযুবক !
রজনী ভোর

সফল হ'য়েছে, গোপের কামিণী
কত না যামিণী
অসীম সুখে
সেবিয়াছি তোমা নববসন্তে
কত না দামিণী
মেঘের বুকে

এবার বুঝিবা দেবতা জনম
পাষাণে বিরাজে
পাষাণী জন
বিবেক বিচার জ্ঞান সংযম
কাঁদে তার মাঝে
মানব-মন।

গুমরে ক্ষুব্ধ রুদ্ধ বেদনা
না পেনু সেবিতে
শ্রীপদ সার
শত মহত্ত্ব সত্য সাধনা
দেবতা দেবিতে
কি হবে আর।

মিনতি

বন মন্দির ত্যায়াগিলে যদি
মন মন্দিরে বিরাজ কর
ক্ষণ বন্ধনে দেয়নি যা ধরা
চির বন্ধনে তাহারে ধর
বেতস কুঞ্জ ব্যর্থ হ'য়েছে
মন-নিকুঞ্জ সফল হবে
বন-অভিসার বাধায় ছেয়েছে
মন-অভিসার মিলন লবে
জীবন বাঁশরী হার মেনে গেছে
মরণ বাঁশীতে জিনিয়া লও
বাহু বন্ধনে রহিলনা ধরা
চির-বন্ধনে তাহারে সও।

শীত

থেমে গেছে সৃষ্টির মায়া !

রূপ রস গন্ধ লীন নির্ব্বিকার ছায়া

প'ড়ে গেছে কুয়াশার শুভ্র যবনিকা

গগন ভুবন লোপ, লোপ অহমিকা

মুছে গেছে ধরাকাশে বিভেদের রেখা

সাত রঙা কল্পনার আল্পনা লেখা

সমুজ্জ্বল জ্ঞান রৌদ্র দীপ্ত দিবাকর

নিকুঞ্জে অপরাজিতা দোপাটী টগর

বিলায় সুষমা তবু নাহিক আসব

সম্ভ্রমে অলিকুল নিয়ত নীরব

কঠোর তপস্যা আর যোগ সাধনায়

নিখিল নীরব আজ স্তব্ধ গাঢ়তায়

ফুল ফল কূল হারা ঢেউ হীন মন

মুছে গেছে সব কিছু স্থির নিমগন

সম্বিৎ পুলকের অশ্রুতে ঢালা

বিকল্পের হিম আর শিশিরের মালা

বিরাগের মূর্ত্ত ছবি শীত সুসংযম

বসন্তের অগ্রদূত, প্রেমের প্রথম

বৈরাগ্যের পূর্ণতায় দোললীলা রাশ

সাধন শীতের শেষে আসে মধুমাস !

বাণী-বন্দনা

হৃদি হোমানল যাগে
জাগো জাগো নবরাগে
উদয়-গগন-ভাগে
ভারত-চিত্ত নন্দিয়া
চির সুষমার খনি
রাস রূপা ! স্মেরাননি !
ওঠে তব আবাহনী
কাব্য-ভুবন মন্থিয়া

দিকে দিকে তার উচ্ছ্বাস মনোহারিণী
হে মানস অভিসারিণী
বনানী নবীন কোরক-কুসুম ভাগিণী
হে নিখিল অনুরাগিণী

বাতাবী কুঞ্জ, শিরীষ পুঞ্জ চ্যূত নিকুঞ্জ,
কবিতায় হ'ল রঞ্জিত
বনবিথীকায়, মাধবীশাখায়, বিতানেলতায়
কাব্য কাহিনী ছন্দিত
গগন ভুবন মন্থিয়া
জাগো হে ভারত নন্দিয়া।

রাজিবে চরণ বাজিবে সেতার
মনিবিদ্রুম ঝঙ্কারে তার
স্বরূপ আভাষ বেদান্ত সার
ফুটুক্ চিত্ত-মুকুরে
চর্চ্চিত চারু চন্দ্র কলায়
মঞ্জুল মণি নুপূরে

হে দেবি ! তোমার পদ পল্লব সৌরভে
বীণাপাণি ! তব কৃপামহিমার গৌরবে
জাগে আনন্দ, মদির ছন্দ বৈভবে
বিশ্ব-জীবন স্পন্দিয়া
জাগো হে ভারত নন্দিয়া

চিন্ময়ি অয়ি চিন্তাতীতা
নাদারূপা ! জ্যোতি বিনির্ম্মিতা !
ইন্দ্রাণী রমা বিণিন্দিতা
শ্রীপদে প্রণমি বন্দিয়া
জাগো হে ভারত নন্দিয়া

যাত্রী

কোন পূরব সখি কওন সেহ দেশ
করব মোয়ে তঁহা যোগিনী বেশ

যাত্রী

তোলো তোলো তব বিছানো শয্যা

তোল গো গোছানো ঘর

পান্থ! করগো পথের সজ্জা

পথ আজ চরাচর

ঘর নাই তব ঘর নাই আজ

ভুবনে

পরবাসী আজ পথিক যে তুমি

জীবনে

নাহিক আপন পর

তোলোগো গোছানো ঘর

খোলো খোলো তব সাধের মালিকা

নিভাও গন্ধদীপ

শয়ন সেজের কুসুম থালিকা

ভরা বরষার নীপ

সাধ নাই তব সাধ নাই আর

মরতে

বিস্বাদ ছায় ধরার পরতে

পরতে

জীবনে উঠেছে ঝড়

তোলোগো গোছানো ঘর

ভোলো ভোলো তব সুখের পিয়াষ
ভোলো গো প্রাণের আশ
ঘর হ'য়ে গেছে পথ প্রান্তর
দেশ আজি পরবাস
মন নাই তব মন নাই, নাই
ভাবনা
হে উদাসি ! শেষ হাসা কাঁদা আর
যাতনা।
নাই কাজ অবসর
তোলোগো গোছানো ঘর

তোলো তোলো তব বিছানো শয্যা
তোল এ গোছানো পুর
খোলো খোল তব মিলন সজ্জা
আশার কেয়ুর চূড়
সুখ নাই তব দুখ নাই আর
ভুবনে
পরবাসী আজ পথিক তুমি যে
জীবনে
পথ আজ চরাচর
তোলো গো গোছানো ঘর

প্রেম ও মৃত্যু

কহ কহ হরি কৈরয নারী ধরিতে
প্রেম কভু পারে মরিতে ?
তুমি প্রেমাধীন, আছ চিরদিন
তোমার চাইতে বড়
চেতনের চেয়ে জড়
প্রেমের চরণে জানিতাম চির
মরণের দাসখৎ
আজ দেখি তার বিপরীত বিধি
লজ্জায় মৃতবৎ !

কহগো দয়াল হরি ?
অসহ তোমার নিয়ম বিচার
প্রেম কভু যায় মরি ?
প্রেমের উপর মৃত্যুর চলে রথ ?
স্পর্দ্ধা নাশিতে বজ্র হ'লনা পথ ?
এত বড় অবিচার ?
মৃত্যুরে করি খণ্ড খণ্ড
চলে না কি অভিসার ?

প্রেমের আছে কি নাশ ?
প্রেম না মৃত্যু কোন জন বড়
কহ কেবা কার দাস ?
ছল ছল চোখে হাসি মুখে হরি
কহেন প্রেমিক ওহে
যেওনা যেওনা মোহে
প্রেম বড় চিরদিন
প্রেমের চরণে আমিও আজ্ঞাধান
মৃত্যু তো কোন ছার
মৃত্যুর চির যবনিকা ভেদী
প্রেম করে অভিসার !

মৃত্যু বরণ

এসো এসো বীর এসো হে যোদ্ধা
কোথায় কে আছ আজ ?
এসো বিজ্ঞানী এসোহে বোদ্ধা
সাজো সংগ্রাম সাজ

বাজাও দামামা তূরী ভেরী শিঙা
ঘন গম্ভীর বোল
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্
ডিমি ডিমি ডিম্
গর্জ্জন মহারোল
মৃত্যুরে হবে জিনিতে
মৃত্যুরে হবে জানিতে
চাই অদম্য বল
ভূমাশ্রী শক্তি প্রেম ও ভক্তি
কর আজ সম্বল

জীবনের এই রঙিন্ স্বপন
সুনীলের মায়া পাশ
শ্যাম সবুজের নব যৌবন
রক্তিম সুবিলাস
ছেড়ে এসো আজ মৃত্যুরাজ্যে
নিনাদি বাদ্য ঘোর
উড়াও নিশান
বাজাও বিষাণ
জানাও রাত্রি ভোর

মৃত্যুরে আজ বুঝিতে
হবে তার সাথে যুঝিতে
চাই অনন্ত বল
ভূমার দ্যোতনা প্রেমের প্রেরণা
কর চির সম্বল—

এস আগুসরি ভীতীরে পাসরি
শত্রু দুয়ারে আজ
বিজয় তোরণে জয়ের বাঁশরী
দোলাও কেতন লাজ
চির রহস্য যম-যবনিকা
অজ্ঞান গাঢ় কালো
আনি তলোয়ার
ছিঁড়ে কর বার
জ্যোতি সুছন্দ আলো
মৃত্যুরে হবে ভেদীতে
প্রেমের দিব্য বেদীতে
চাই হৃদয়ের বল
ইষ্ট ভক্তি প্রেম ও শক্তি
কর আজ সম্বল

এস এস বীর এসোহে বিজয়ী

কোথায় কে আছ আজ

এস হে ভগিনি! মঙ্গলময়ি!

ক'রে নাও রণ সাজ

বাজাও দামামা তূরী ভেরী শিঙা

থর হর কম্পায়

দ্রাম্ দ্রাম্ দ্রাম্

নাদ অবিরাম

জয় জগ ঝম্পায়

মৃত্যুরে কর বন্দী

অমৃতের পদ বন্দি

লও অনন্ত বল

ভূমার দ্যোতনা প্রেমের প্রেরণা

কর চির সম্বল!

প্রবাসী

ধরণীর ধূলি লতা ফুল গুলি
বেঁধোনা আমায় বেঁধোনা
বসন্ত শোভা দেখিতে তোমার
সেধোনা আমায় সেধোনা
হে ধরা তোমার তৃণতরু পাতা
ছায়াময় ঘন বনানী
নবকিশলয় অস্ত উদয়
ডাকে মোরে মানা না মানি
নহি ও সবের পিয়াষী
আজ হ'তে আমি প্রবাসী

হে নদী তোমার কল কল্লোল
কেন ডাকে বারবার যে
সন্ধ্যা ! উঠাও তোমার আঁচল
আমি ঘুমাবনা আর যে
হে প্রভাত ! আলো নিভেগেছে মম
কেন ডেকে আনো রবিরে
মন ভোলাবার বৃথা আয়োজন
বৃথা বিমোহন ছবিরে
হৃদয় হ'য়েছে উদাসী
হেথা আমি আজ প্রবাসী

হে-ভুবন তব মায়ার বাঁধন
খুলে দাও আজি দাও গো
ছেড়ে দাও মোরে ছেড়ে দাও ত্বরা
বিদায়ের বাণী নাও গো
নবমঞ্জরী ! পিয়াল রসাল
ডেকোনা আমায় ডেকোনা
বসন্ত ! ওগো এবার না হয়
এ ধরায় আর থেকোনা
নহি ও সবের পিয়াষী
এ ধরায় আমি প্রবাসী ।

মিনতি

বন মন্দির ত্যায়াগিলে যদি
মন মন্দিরে বিরাজ করো
ক্ষণ বন্ধনে দেয়নি যা ধরা
চির বন্ধনে তাহারে ধরো
বেতস কুঞ্জ ব্যর্থ হ'য়েছে
মন-নিকুঞ্জ সফল হবে
বন-অভিসার বাধায় ছেয়েছে
মন-অভিসার মিলন লভে

জীবন বাঁশরী হার মেনে গেছে
মরণ বাঁশীতে জিনিয়া লও
বাহু বন্ধনে রহিল না ধরা
চির বন্ধনে তাহারে সও।

প্রার্থনা

পৃথিবী-ডুবিয়া যাক্ মহাপারাবারে
ভরুক্ নীলাম্বু নীর মরু ভূপাথারে
ভেঙ্গে হ'ক্ খান্ খান্ বিচিত্র আকাশ
দাহ হীন অগ্নি আর নিস্তব্ধ বাতাস
বিচূর্ণ চূর্ণ-যদি গ্রহ-অগণণ
মৃত্যু সারা ধরা বক্ষ করে বিদারণ
রবি শশী হয় যদি চির অনুদয়
সুবেল সুমেরু হয় যদি বা সভয়
মরণ বিচ্ছেদ আর চির অদেখার
কণ্টকিত যবনিকা করুক্ প্রহার
দীর্ণ হক্ বক্ষ সহি বেদনার ভার
হরিপদে মতি যেন থাকে অনিবার।

ব্যাকুলতা

আমার মাঝে যে জন আছে
বাহির হ'য়ে দাঁড়াবে কিসে ?
ধন্য হবে শ্যামল ধরা
কমল রাঙা চরণে মিশে
কবে কি কথা মধুর হেসে
চাবে কি চাওয়া প্রণয়াবেশে
সুচিরক্ষণ প্রভারই বেশে
রহিবে আমার চতুর্দ্দিশে
আমার মাঝে যেজন আছে
বাহির হ'য়ে দাঁড়াবে কিসে ?

———

দর্পহারী

রূপ গর্ব্ব হয়তো বা ছিল কোনকালে
জীবনের বসন্ত বেলায়
অনাদর অবহেলা বেদনার জালে
হরিলে তা কৌশল খেলায়
হয়তো বা ছিল কোন আশার প্রভাতে
সুখ-গর্ব্ব কনক কিরণ
হতাশা দারুণ ঘোর নিশিত সম্পাতে
নিমিষে তা করিলে হরণ•

হয়তো বা উপবন কদম্বের দিনে
মত্ত ছিল নৃত্য গরিমায়
শোক স্তব্ধ ক'রেছিলে অন্তর বিপিনে
মুহুরে, সুচারু মহিমায়।

বিসর্জ্জিত প্রতিমার উক্তি

জ্ঞান গঙ্গার অতল গর্ভে দিয়েছ বিসর্জ্জন
মৃত্তিকা আর অকূল আঁধার ঘন ঘোর গর্জ্জন
শুনি দিবারাতি তরঙ্গদল জল বিভঙ্গে মাতে
হু, হু, শন্ শন্ মত্ত পবন, কাঁপায় আমারে রাতে
ভয়ে আর দুখে বেদনায় বুকে উদ্বেল বীচী মালা
ক্ষোভে পুঙ্কারে ঝড়ের আকারে ফুটায় তাহার জ্বালা
বঙ্গ সাগরে ঝড়ের নিশান সেই তো অথণে ভরে
আমারি বুকের ক্ষোভিত ঝঞ্ঝা ঝড়ের মূরতি ধরে

অগাধ এ জলে ভাগীরথী-তলে আজি আমি উপনীত
দুকুল ভূষণ নবনিধি ধন সিক্ত নিমজ্জিত
কঙ্কন বাজু মণিময় হার প্রবাল মেখলা মালা
মরকত শত খচিত তাবিজ নুপুর কেয়ূর বালা

চন্দ্র কান্ত মণি নির্ম্মিত মাথার মুকুট শোভা
উজ্জ্বল হীরা কুন্তল সিঁথি পদ্মরাগের প্রভা
যায় গড়াগড়ি ছিন্ন ভিন্ন আজি এ পাতাল তলে
ফেলিয়া গিয়াছে পূজারী আমায় সুদৃঢ় বাহুর বলে।

বারি মুছে দেছে অঞ্জন আর রচিত পত্রাবলী
ভেসে গেছে নীরে সাধের রচন অর্ঘ পূজাঞ্জলী
ধুয়ে মুছে গেছে বড় সোহাগের চরণ অলক্তক
শুধু হে পূজারি! পরশ চিহ্ন এখনো অলুপ্তক!
কত না যতনে প্রেম তর্পণে পূজারী ঢেলেছ গায়
সপ্তরঙের অধিবাস ডালা রঞ্জিত তনু তায়
আজ সেই সব জলে ভেসে গেছে তবুও এখনো সেই
জড়োয়া জরীর ছিন্ন আঁচল মণি ঝালরের খেই—

লেগে আছে গায়ে হেথায় হোথায় রঙ আর রাঙতায়
মৃগমদোশীর চন্দনাগুরু গোরচনা রচনায়
বোধনের পরে সানাই তুলেছে যত না রাগিনী রাগ
সঙ্কল্পের কল্পনা আর আরতির অনুরাগ
সন্ধ্যারতির ঝাড়ের প্রদীপ কর্পূর দীপ ধূপ
নৈবেদ্যের ফল সম্ভার পূজা কুসুমের স্তূপ
ইন্দ্র চন্দ্রে প্রতিচ্ছন্দে সাজান বরণ ডালা
নীলারবিন্দে হাতে গাঁথা হার রক্ত'জবার মালা

হৃদয় শোণিতে পূজেছ নিত্য চিত্ত ক'রেছ দান
মূলাধার আর মণি বিশুদ্ধ আজ্ঞা স্বাধিষ্ঠান
আর অনাহত, ষষ্ঠ চক্রে দিয়েছ আলিঙ্গন
সহস্রারের সুধা মদিরায় দিয়াছিলে চুম্বন
নিঃস্ব করিয়া বিশ্ব তোমার দিয়েছিলে সব কিছু
তাই বুঝি গেলে ফেলে বারিতলে রাখিলে সবার নীচু ?
হে পূজারি ! আজ ভুলে গেছো সব এতটুকু দয়া নাই ?
বিজয়ার দিনে নিরঞ্জনের এত আয়োজন তাই ?

নহবৎ তানে ভাসানের তাই বাজ্না উঠিল বেজে
মহা সমারোহে শোভা যাত্রায় দাঁড়ালে আপনি সেজে
তারপরে এই জাহ্নবী তলে ফেলে দিয়ে গেলে আনি
ধন্য তোমার পাষাণ হৃদয় ! একথা কি আগে জানি ?
এখনো অঙ্গ মিলায়নি জলে মাটি হয়নিক মাটী
সারা অবয়বে সাজের চিহ্ন এখনো যে পরিপাটী
এখনো গুমরে উদ্দাম ঝড়ে ক্ষোভিত বুকের আশ
এখনো উঠিছে প্রাণের স্পন্দ জলাবরুদ্ধ শ্বাস।

ক্রমে ক্ষীণ হয় হৃদ্স্পন্দন, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
কেন ক'রেছিলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক্ষণিকের উল্লাসে ?
হে পূজারি ! আজ একবারও মনে পড়ে নাকি আর মনে
বিন্দু অশ্রু জাগে নাকি কভু তোমার নয়ন কোণে

পূজা কি কেবল ক'রেছিলে লাগি পুণ্য যশার্জ্জন ?
তাই নির্দ্দয় ! হেলায় খেলায় করিলে বিসর্জ্জন ?
গভীর ব্যথায় কি কাতরতায় ওঠে মোর ক্রন্দন
সাজে গহনায় সাজাও আমায় দিওনা বিসর্জ্জন।

বাঁধন-ব্যথা

অচ্ছেদ্য বন্ধন !
বিস্তৃত প্রচ্ছায় মন নাগবন্ধু সম
শিকড় গহণ
করে তায় মঞ্জরিত বল্লরী বিকাশ
মালঞ্চের দক্ষিণ পবন
মৃদু সঞ্চালন
মদালস মকরন্দ তুলিছে গুঞ্জন
কোরক উদ্ভাস কত অঙ্কুর উদ্‌গম
গুল্ম অগনণ

সমাচ্ছন্নলূতা তন্ত্র জালে অসীম বিস্তৃতি
জুড়ে আছে জীবন আমার পরমায়ু ক্ষিতি
জড়ায়েছে লক্ষ্য নাগ পাশ
সুদীর্ঘ জীবন করি পরিহাস
এ কি অট্টহাস !

কোন শুভক্ষণে ?
ছিন্ন করি এর প্রচণ্ড উল্লাস
মিলে যাবে মুক্তির প্রাঙ্গন
প্রেমের নিঃশ্বাসে পাব নবীন জীবন
চির সম্মিলন ?

অখণ্ড প্রাচীর
ব্যাপিয়া জীবন সারা চতুঃসীমায়
বেড়িয়াছে আমায় অধীর !
ওগো এই নীলাম্বর দিক্ মেখলায়
অটুট্ শৃঙ্খলে যেন ঘিরেছে আমায়
সপ্ত মহা সিন্ধু রচে দুর্গ পরিখায়
নিরঙ্কুশ প্রাণ রাজ্য ভূমি
উন্মত্ত তরঙ্গদল দিগ্বলয় চুমি
পালাবার কোথা পথ ?
নাহি বিন্দু অবসর যার মাঝে পারে
নামিবারে মৃত্যুর রথ ।
সুদুর্লঙ্ঘ্য গিরি অবিচল
কাঞ্চন মলয় শৈল বিন্ধ্য আরাবলী
সৌম্য নীলাচল
ঘেরিয়াছে স্তরে স্তরে বিপুল বিরাট
ভারতের সুশুভ্র ললাট

স্তব্ধ সুগম্ভীর !

নভ চক্রবালরেখা দিগন্ত বিলীন

সমুন্নত গিরি বর শির

উর্দ্ধে করে ঝলমল ময়ুখ মণ্ডল

কিরীট আয়ুধ ধারী বীর্য্য সমুজ্জল

কেমনে ভেদিয়া তারে যাব অন্য লোকে

আনন্দ সঙ্গীত ঘন উজ্জ্বল আলোকে ?

শিখর ! গগন ! ধরা ! ওজঃ ! পারাবার !

ক্ষিতি ! অপ্ ! বায়ু ! ব্যোম ! তেজ দুর্নিবার !

কেন বলো বাঁধিয়াছ জীবন আমার

অনন্ত বন্ধনে ?

বিরহ স্যন্দনে ?

কবে দেবে মুক্তি ? ছেড়ে কবে দেবে মোরে ?

কোন মধু গোধূলিতে ? কোন বর্ষা ভোরে ?

কোন নীপবনে নব শ্রাবণের ঘোরে ?

মাধবী মণ্ডপে ? না সে বেতস কাননে ?

তরু বিথীকায় ? না সে নক্ষত্র খচিত—

ঐ শুভ্র ছায়াপথে, নিশীথ গগনে ?

আনি দিবে মৃত্যু সুলগন ?

চির আকাঙ্খিত ছবি সোণার স্বপন

চির সম্মিলন্ !

অপরূপ

এক হাতে তার জগৎ সাধন
  এক হাতে তাঁর বাঁশী
এক চোখে তার অশ্রু বেদন
  অপর চোখে হাসি
এক অসীমে মহা প্রলয়
  দিগ্বলয়ে আঁকা
অপর সীমায় সৃষ্টি বিজয়
  নিত্য প্রেমের রাকা
এক পাশে তার বিয়োগ উতল
  রক্ত বরণ জবা
অপর পাশে স্মৃতির কমল
  শুভ্র সুদুর্লভা
এক হাতে বায় কালের গতি
  অপর চির স্থির
এক নয়নে দিব্য জ্যোতি
  অপর চোখে নীর !

অপরাধী

আকাশ আমারে অপরাধী ব'লে দিতেছে মৌন তাড়া
বাতাস আমায় অপরাধী ব'লে দেয়না কথার সাড়া !
মলয় অনিল পরশ করেনা পাছে সে পতিত হয়
অপরাধী চোখে হয়নি এবার নব বসন্তোদয়
স্তবক নম্র কিশলয় রাগ লুকাল বিটপী গায়
নব মঞ্জরী কর্ণিকা মরি ! লুকাল পাদপ ছায়

আম্রমুকুল, জামরুল ফুল, না করে ইসারা মোরে
ফুলন্ত নিম, বাতায়নে উঁকি, দেয়না সোণার ভোরে
চন্দ্র মল্লি' বকুল বল্লি' ডাকেনা দোলায়ে হাত
মুখ টীপে আর হাসেনা মাধবী ! মদির জ্যোছনা রাত !
শশী সুবিমল মূরছিয়া থাকে শ্যামল সবুজ বনে
অপরাধী ব'লে একটীও কথা কয়না আমার সনে

পলাশ পারুল পিয়াল বিধুর নব কুরুবক আর
গোলাপ কামিনী করবী মধুর জোগায়না উপহার
ভুলেগেছে তারা সুবাস সাধনে ভুলাতে আমার মন
ভুলেগেছে তারা মালার বাঁধনে সাদর সম্ভাষণ
ভোলা নয় ওগো অপরাধী ব'লে রাগ ক'রে হ'ল ভুল
ঘন আঁচলায় আবরে আপন অশোক ডালিম ফুল ,

জাফ্‌রাণী মেঘ ভয়ে ভয়ে যেন পাশ কেটে ভেসে যায়
তরুণ কুসুম চাঁপা কুঙ্কুম মুখ তুলে নাহি চায়
সুরভি আকুল বন গুগ্‌গুল্‌ ছোট তৃণ ফুল সেও
আড় চোখে চেয়ে ঘুরায় আনন রাঙা রাধা চূড়াতেও
কোকিল কূজন ভরে অনুখন নীরব তিরস্কারে
গুরু অভিযোগ জানায় বুঝিবা বিশ্বরাজার দ্বারে

গঞ্জনা দেয় শোনায়না গান চন্দনা সারী শুক
খঞ্জনা দিতে ভুলে গেছে তাল শ্যামা হ'য়ে গেছে মূক
ছড়ায় না শীষ দোয়েল পাপিয়া গুঞ্জরে নাক অলি
মুখ ভার ক'রে চেয়ে আছে মুখে মুখর বনস্থলী
নিশিথিনী এসে অভিমান ভরে ভৎসনা দিয়ে যায়
অপরাধ কেউ করেনাক ক্ষমা ধরি কত তবু পায়

বিদায়

বিদায় বিদায়, ওগো বিদায় বিদায়
সুন্দর সুরভিত মর্ম্মর বন ছায়
　　বিদায়! বিদায়!
ধূপছায়া সিঁদুরে সুনীলে গুলালে
রূপ মায়া পাটলে গগনে দুলালে
　　মন্থর মধুবায়
আজি এই সন্ধ্যায়
　　বিদায়! বিদায়!
　　গুঞ্জন কুহু কুহু
　　উন্মন্ মুহু মুহু
　　রঙ্গন্ কাঞ্চন
　　　কিংশুক মুকুলায়
অম্বরে চন্দর উজ্জ্বল বিভাতি
বিকচ বকুলা বেলা যূঁথি আর জাতি
　　চম্পক চামেলায়
　　মাধবী নিশায়
　　বিদায়! বিদায়!

কুণ্ঠা

প্রখর আতপ তাপে বিশীর্ণ মলিন
ঝ'রে গেছে দল কত শুষ্ক রূপহীন
সৌরভ লুটিয়া নেছে দুরন্ত পবন
মধু তাও হরিয়াছে অলির গুঞ্জন
সে কুসুমে হয় কিগো পূজা দেবতার ?
জাগাতে পারিবে সে কি আনন্দ তাঁহার ?
সার্থক হয় কি কভু সেই নিবেদন ?
না সে ভ্রান্তি, দুরাশার ক্ষণিক স্বপন
অপমান অবহেলা লাঞ্ছনা ঘৃণায়
ধূলায় কাদায় এ যে মাটীতে লুটায়
সে কি কভু দেওয়া যায় দেবতার পায় ?
তার চেয়ে দেওয়া ভালো ভাসাইয়া তারে
নাম রূপ হীন ওই মৃত্যু পারাবারে !

প্রণাম

লক্ষীরূপা হে জননী হে জীবনদাত্রী
মহাশক্তি, মহামায়া, হে জগদ্ধাত্রী
কল্যাণী, গৃহরাণী, কুলবধূ, ভগিণী
কৃষাণী গো দয়িতের সুখ দুখ ভাগিণী
প্রণমি হে তোমাদের হে সাধ্বী হে সতী
শান্তি সুমঙ্গল শক্তি ও সুমতি

নিষ্কামা ! ভোগ সুখে রহিয়াও শুদ্ধা
লালসা বিলাসহীনা কর্ম্ম বিবুদ্ধা
গৃহ কি বা বনবাস পতি অনুসারিণী
হে পল্লীবাসিনি, হে নগরচারিণি,
প্রণমি হে তোমাদের হে সাধ্বী হে সতী
শান্তি সুমঙ্গল শক্তি ও সুমতি !

স্নেহময়ী সুশীতলা কামনার ক্ষান্তি
সুখ সম্পদ ময়ি ! স্নিগ্ধ সে কান্তি—
উচ্ছাস্ আবেগ ভ্রান্তি দুর্দ্দাম লালসায়
নহে যে জীবন কভু পঙ্কিল কামনায়
প্রণাম সে পদতলে হে সাধ্বী হে সতী
শান্তি সুমঙ্গল শক্তি ও সুমতি !

জুড়ায় তোমারি ছায় হে পবিত্র গাত্রী
শ্রান্ত তাপিত যবে সংসার যাত্রী
স্বামী গরবিনী ওগো সিন্দুর শোভিনী
পতি সোহাগিনী চির পতি মনোলোভিনী
প্রণমি গো পদতলে হে সাধ্বী হে সতী
শান্তি সুমঙ্গল শক্তি ও সুমতি

অকলঙ্কা চির পূজ্যা হে মোক্ষ দাত্রী
পুণ্য যশস্বিনী ঘুচাও এ রাত্রি
অম্লান নাম দেয়া জননী ও ভগিণী
শ্রদ্ধা সুবন্দ্যা ! স্বামী সৌভাগিণী
প্রণাম প্রণাম পায় হে সাধ্বী হে সতী
শান্তি সুমঙ্গল শক্তি ও সুমতি !

প্রার্থনা

মাটীতে যাক্ মিশে মাটীর যাহা আছে
পবনে যাক্ মিশে পবনময় তনু
সলিলে পাক্ লয় সলিল যা দিয়াছে
শূন্যে সুবিলয় শূন্যময় অনু

যা আছে তেজময় হৃদয়ে প্রাণে মনে
অঙ্গে অবয়বে জীবনে ক্ষণে ক্ষণে
বিপুল জ্যোতি মাঝে পরম সেই তেজে
মিলায়ে যাক্ তাহা সে পায়ে বেজে বেজে

সূক্ষ্ম কায়া গাক্ তাঁহারই জয় জয়
ওঁহে ওঁ ওঁ বিশ্ব ওঁ ময়
রাখো হে পদতলে
তোমারি কাছে কাছে

লেখিকার অন্যান্য পুস্তক—

ধ্রুবা (উপন্যাস) ২৲ টাকা এস্, সি, সরকার এণ্ড সন্স

রূপহীনার রূপ (উপন্যাস) ২৲ টাকা এস্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্

কিশলয় (ছবি ও কবিতার এল্‌বাম) ৩৲ টাকা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

নূতন গল্প ও কবিতার বই

মাধবী

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।